রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জানুয়ারি ২৬, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৬ মাঘ ১৪২১ বঙ্গাব্দ/১৯ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নং ১১-আইন/২০১৫।—দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫৮ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কমিটি গঠন ও কার্যাবলী) বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) **"অধিদপ্তর"** অর্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;

(খ) **"আইন"** অর্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩৪ নং আইন);

(গ) **"আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি"** অর্থ ধারা ১৭(১)(ক) তে বর্ণিত আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি;

(ঘ) **"আপদকালীন পরিকল্পনা"** অর্থ কোন একটি সম্ভাব্য দুর্যোগকে বিবেচনায় লইয়া প্রণীত একটি সুনির্দিষ্ট সাড়াদান পরিকল্পনা;

(ঙ) **"ইউনিয়ন কমিটি"** অর্থ ধারা ১৮(১)(ঙ) তে বর্ণিত ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি;

মূল্য ঃ টাকা ৬৪.০০

(চ) **"উপজেলা কমিটি"** অর্থ ধারা ১৮(১)(গ) তে বর্ণিত উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(ছ) **"উপজেলা সমন্বয় গ্রুপ"** অর্থ ধারা ১৮(২)(গ) তে বর্ণিত উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ;

(জ) **"কমিটি"** অর্থ ধারা ১৪, ১৭ এবং ১৮ এর বিধান অনুযায়ী গঠিত উক্ত ধারাসমূহে উল্লিখিত, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট গ্রুপ, কমিটি, বোর্ড বা প্লাটফরম;

(ঝ) **"ঘূর্ণিঝড় কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড"** অর্থ ধারা ১৭(১)(ঘ) তে বর্ণিত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড;

(ঞ) **"ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি"** অর্থ ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (Cyclone Preparedness Program-CPP);

(ট) **"ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পলিসি কমিটি"** অর্থ ধারা ১৭(১)(গ) তে বর্ণিত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটি;

(ঠ) **"জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র"** অর্থ দুর্যোগের সময় দুর্যোগে হতাহত মানুষ এবং প্রাণী ও সম্পদ উদ্ধার, অপসারণ ও ত্রাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় বা উপজেলা পরিষদ কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র (Emergency Operation Centre-EOC) বা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ;

(ড) **"জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা"** অর্থ দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকাল ও দুর্যোগের অব্যবহিত পরে গৃহীত সকল প্রকারের জরুরি কার্যক্রম, বিশেষতঃ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কর্তৃক সমন্বিত উপায়ে দুর্গত মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা এবং তাহাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিমিত্ত নিয়োজিত ত্রাণ সামগ্রীর সুষ্ঠু ব্যবহার এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান কার্যক্রমে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য গৃহীত পরিকল্পনার সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(ঢ) **"জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি"** অর্থ ধারা ১৭(১)(খ) তে বর্ণিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি;

(ণ) **"জাতীয় সমন্বয় গ্রুপ"** অর্থ ধারা ১৪ তে বর্ণিত জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ;

(ত) **"জেলা কমিটি"** অর্থ ধারা ১৮(১)(খ) তে বর্ণিত জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(থ) **"জেলা সমন্বয় গ্রুপ"** অর্থ ধারা ১৮(২)(খ) তে বর্ণিত জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ;

(দ) **"ঝুঁকি নিরূপণ"** অর্থ আপদ, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ও পরিবেশ-এই তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রণের ফলে কি পরিমাণ ক্ষতি সৃষ্টি হইতে পারে বা হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিবার প্রক্রিয়া;

(ধ) **"দুর্যোগকালীন সময়"** অর্থ চরম প্রাকৃতিক দুর্যোগের সরাসরি প্রভাবের সময়কাল, যাহা খরা ও স্বাভাবিক বন্যাসহ ধীরগতিসম্পন্ন দুর্যোগের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী এবং আকস্মিক বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, বজ্রপাত, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড, শিল্প কল-কারখানা দুর্ঘটনা, ভূমিধ্বস, ভবন ধ্বস ও জাহাজডুবিসহ আকস্মিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত হয়;

(ন) **"দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জাতীয় প্লাটফর্ম"** অর্থ ধারা ১৭(১)(চ) তে বর্ণিত ন্যাশনাল প্লাটফর্ম ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন;

(প) **"ধারা"** অর্থ আইনের ধারা;

(ফ) **"নিয়ন্ত্রণ কক্ষ"** অর্থ দুর্যোগকালীন বিশেষ পরিস্থিতির কারণে ত্রাণ সামগ্রী ও সেবাসমূহ যে স্থান হইতে বন্টন, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়;

(ব) **"পৌরসভা কমিটি"** অর্থ ধারা ১৮(১)(ঘ) তে বর্ণিত পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(ভ) **"পৌরসভা সমন্বয় গ্রুপ"** অর্থ ধারা ১৮(২)(ঘ) তে বর্ণিত পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ;

(ম) **"বেসরকারি প্রতিষ্ঠান"** অর্থ দুর্গত এলাকায় কর্মরত এমন কোন সংস্থা, যাহা সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা কোন আইনের অধীন নিবন্ধিত এবং সরকারি অর্থ, দাতা সংস্থার অর্থ বা জনগণের অর্থে পরিচালিত উন্নয়ন সংস্থা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, সমিতি, ক্লাব, শিক্ষা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(য়) **"বিল্ডিং কোড"** অর্থ Bangladesh National Building Code;

(র) **"ভূমিকম্প সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটি"** অর্থ ধারা ১৭(১)(ঙ) তে বর্ণিত ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতাবৃদ্ধি কমিটি;

(ল) **"সতর্ক বার্তা প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটি"** অর্থ ধারা ১৭(১)(ছ) তে বর্ণিত দুর্যোগ সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচার, কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি;

(শ) **"সতর্কতা ও হুঁশিয়ারী সংকেত"** অর্থ দেশের সকল নদী ও নদী বন্দর এবং সমুদ্র ও সমুদ্র বন্দরের জন্য বাতাসের তীব্রতা ও গতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে জারিকৃত সতর্কতা ও হুঁশিয়ারী সঙ্কেত;

(ষ) **"সিটি কর্পোরেশন কমিটি"** অর্থ ধারা ১৮(১)(ক) তে বর্ণিত সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি; এবং

(হ) **"সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় গ্রুপ"** অর্থ ধারা ১৮(২)(ক) তে বর্ণিত সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ।

(২) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা নাই, উক্ত শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপকে সহায়তা।**—জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (National Disaster Response Coordination Group-NDRCG), সাড়াদান কার্যক্রমকে সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে, প্রয়োজনে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা সংস্থাকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থা তদানুযায়ী উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিবেন ও উক্ত গ্রুপকে সহায়তা প্রদান করিবেন, যথা ঃ—

(১) মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ;

(২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরী কমিশন;

(৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড;

(৪) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(৫) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৬) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর;

(৭) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;

(৮) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;

(৯) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;

(১০) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর;

(১১) মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর;

(১২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর;

(১৩) মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ;

(১৪) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর;

(১৫) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর;

(১৬) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন;

(১৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার;

(১৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি;

(১৯) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর;

(২০) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;

(২১) প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(২২) প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর;

(২৩) যুগ্মসচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;

(২৪) জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস;

(২৫) জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ গার্লস গাইড;

(২৬) মহাসচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি;

(২৭) পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি; এবং

(২৮) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান।

৪। **ঢাকা শহরের জরুরি দুর্যোগ অবস্থায় জাতীয় সমন্বয় গ্রুপকে সহায়তা**।—ঢাকা শহরে দুর্যোগের কারণে জরুরি কোন অবস্থার উদ্ভব হইলে জাতীয় সমন্বয় গ্রুপ, প্রয়োজনে, উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে আমন্ত্রণ জানাইবে এবং তদানুযায়ী উক্ত কর্মকর্তাগণ উহার সভায় অংশগ্রহণ করিবেন, যথা ঃ—

(১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কপোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(২) প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কপোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা);

(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড;

(৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (ডেসকো);

(৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি);

(৭) পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ; এবং

(৮) জেলা প্রশাসক, ঢাকা।

৫। **আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি গঠন**।—জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে 'আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (Inter-Ministerial Disaster Management Coordination Committee-IMDMCC)' গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(১) মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবে;

(২) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, যিনি উহার সহ-সভাপতিও হইবে;

(৩) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব;

(৪) প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ;

(৫) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(৬) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(৭) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়;

(৮) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়;

(৯) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়;

(১০) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;

(১১) সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়;

(১২) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(১৩) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়;

(১৪) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়;

(১৫) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(১৬) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়;

(১৭) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;

(১৮) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(১৯) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়;

(২০) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়;

(২১) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(২২) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(২৩) সচিব, অর্থ বিভাগ;

(২৪) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ;

(২৫) সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ;

(২৬) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ;

(২৭) সচিব, সেতু বিভাগ;

(২৮) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ;

(২৯) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ;

(৩০) সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;

(৩১) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; এবং

(৩২) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৬। **আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটির কার্যক্রম সহায়তা**।—আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি, উহার কার্যক্রমে সহায়তা এবং অধিকতর সমন্বিতভাবে জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য, প্রয়োজনে. নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইবে এবং তদানুযায়ী উক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গ উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং উক্ত কমিটিকে সহায়তা প্রদান করিবেন, যথা ঃ—

(১) মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ;

(২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরী কমিশন;

(৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ;

(৪) চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা;

(৫) চেয়ারম্যান, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন;

(৬) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্পেস রিসার্চ এন্ড রিমোর্ট সেনসিং অর্গানাইজেশন;

(৭) অতিরিক্ত সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;

(৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(৯) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;

(১০) মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর;

(১১) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর;

(১২) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;

(১৩) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর;

(১৪) মহাপরিচালক, কৃষি গবেষণা পরিষদ;

(১৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;

(১৬) মহাপরিচালক, র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, বাংলাদেশ পুলিশ;

(১৭) মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ;

(১৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি;

(১৯) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড;

(২০) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর;

(২১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর;

(২২) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক);

(২৩) মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো;

(২৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার;

(২৫) মহাসচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি;

(২৬) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(২৭) প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(২৮) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(২৯) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;

(৩০) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(৩১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন;

(৩২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন;

(৩৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ);

(৩৪) পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর;

(৩৫) জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস;

(৩৬) বাংলাদেশে কর্মরত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি;

(৩৭) প্রেসিডেন্ট, ফেডারেল অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই), এর প্রতিনিধি;

(৩৮) বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কের প্রতিনিধি;

(৩৯) বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি;

(৪০) পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি;

(৪১) নির্বাহী প্রকৌশলী, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কতা কেন্দ্র (এফএফডব্লিউসি), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; এবং

(৪২) আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটির বিবেচনায় অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা সংগঠনের প্রতিনিধি।

৭। **আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটির সভা, উপ-কমিটি গঠন, ইত্যাদি।**—(১) আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি বৎসরে অন্ততঃ দুইবার উহার সভায় মিলিত হইবে; তবে জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা অনুষ্ঠান করা যাইবে।

(২) আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে এবং এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) বিধি ৬ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি, প্রয়োজনে, এই বিধিমালায় উল্লিখিত যে কোন কমিটির যে কোন সদস্যকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণের জন্য যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

৮। **আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**—আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) **ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক ঃ**

(১) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের পরামর্শ অনুসারে কাজ করা;

(২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনার আলোকে খাত ও আপদভিত্তিক আইন প্রণয়ন বা বিদ্যমান কোন আইন সংশোধন বা পরিমার্জনের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করা;

(৩) প্রাথমিক সাড়াদানকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত আপদকালীন পরিকল্পনাসমূহের পর্যালোচনা, সংশোধন ও অনুমোদন প্রদান করা;

(৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রদান করা;

(৫) সিটি কর্পোরেশন কমিটি ও জেলা কমিটি কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনাসমূহ অনুমোদন প্রদান করা;

(৬) দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রশমন, প্রস্তুতি, জরুরি সাড়াদান, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন বিষয়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো পুনর্গঠনে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ কৌশলের সুপারিশ করা;

(৭) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক জাতীয় ও আঞ্চলিক কর্মসূচি অনুমোদন করা;

(৮) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকে উন্নয়ন নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান করা;

(৯) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যাবলী ও কর্মসূচিসমূহ পরিবীক্ষণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অগ্রগতি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলকে অবহিত করা;

(১০) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জরুরি প্রস্তুতি ও বিদ্যমান গণসচেতনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও অগ্রগতি সাধনে সহযোগিতা প্রদান করা; এবং

(১১) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম সম্পৃক্ত বিষয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং এতদ্‌বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণাকর্ম উৎসাহিত করা;

(খ) **জরুরি সাড়াদান বিষয়ক ঃ**

(১) দুর্যোগ সম্পৃক্ত জরুরি প্রস্তুতিতে গৃহীত পদক্ষেপ মূল্যায়ন এবং সঠিক দিক-নির্দেশনার সুপারিশ করা;

(২) দুর্যোগ সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার পরিকল্পনাসমূহ অনুমোদন করা;

(৩) দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম যেমনঃ অগ্নিকাণ্ড সম্পৃক্ত দুর্যোগ অনুসন্ধান, উদ্ধার ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মহড়া আয়োজন ও অনুশীলনে সহযোগিতা প্রদান করা;

(৪) জরুরি সাড়াদান এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সরকারের সকল পর্যায়ে সমন্বয় নিশ্চিত করা;

(৫) বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন কর্তৃক অনুসৃত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধান ও অনুমোদন প্রদান করা; এবং

(৬) অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল গঠনে সহায়তা প্রদান করা;

৯। **জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি গঠন**।—জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি (National Disaster Management Advisory Committee-NDMAC)' গঠিত হইবে, যথা :—

(১) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত, ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকা হইতে একজন এবং প্রত্যেক বিভাগ হইতে একজন করিয়া সংসদ সদস্য;

(৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি;

(৪) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;

(৫) চেয়ারম্যান, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(৬) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(৭) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর;

(৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার;

(৯) মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো;

(১০) মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর;

(১১) মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর;

(১২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(১৩) মহাপরিচালক, ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর;

(১৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিপ্তর;

(১৫) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিপ্তর;

(১৬) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;

(১৭) যুগ্ম সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;

(১৮) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা;

(১৯) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;

(২০) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(২১) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(২২) প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর;

(২৩) পরিচালক (অপারেশন ও পরিকল্পনা), সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ;

(২৪) পরিচালক, আবহাওয়া অধিদপ্তর;

(২৫) ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়;

(২৬) ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;

(২৭) ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়;

(২৮) ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়;

(২৯) ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়;

(৩০) ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়;

(৩১) ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিনিদি, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর;

(৩২) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন পানিসম্পদ বিশেষজ্ঞ;

(৩৩) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন জলবায়ু বিশেষজ্ঞ;

(৩৪) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ;

(৩৫) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন ভৌত অবকাঠামো বিশেষজ্ঞ;

(৩৬) চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;

(৩৭) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ;

(৩৮) প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই);

(৩৯) মহাসচিব, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাইন্ডেশন;

(৪০) প্রতিনিধি, লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ; এবং

(৪১) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

১০। **উপদেষ্টা কমিটির সভা, ইত্যাদি**।—(১) উপদেষ্টা কমিটি বৎসরে অন্ততঃ দুইবার উহার সভায় মিলিত হইবে; তবে জরুরি প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা অনুষ্ঠান করা যাইবে।

(২) উপদেষ্টা কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, ঘূর্ণিঝড় সতর্কতা, বন্যা পূর্বাভাস, ভূমিকম্প ঝুঁকিসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

১১। **উপদেষ্টা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী**।—উপদেষ্টা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় আর্থ-সামাজিক ও কারিগরি বিষয়ে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা;

(খ) দুর্যোগ ঝুঁকি ও দুর্যোগ প্রশমনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কমিটির সদস্যগণকে সক্রিয় ও সচেতন করা এবং কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যে উৎসাহ প্রদান করা;

(গ) দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে আলোচনার জন্য বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে ফোরাম গঠন করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যাদি সমাধানে সহযোগিতার পরিবেশ সৃস্টি করা;

(ঘ) প্রয়োজন অনুভূত হইলে, বিশেষ প্রকল্পের কাজের জন্য তহবিল ছাড় এবং বিশেষ জরুরি পদ্ধতি ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রক্রিয়া প্রবর্তনে সরকারকে সুপারিশ করা;

(ঙ) অধিদপ্তর বা অন্য কোন সংস্থা বা ব্যক্তির দ্বারা চিহ্নিত সমস্যাদি সমাধানে পরামর্শ প্রদান করা;

(চ) দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি পুনর্ভরণে দীর্ঘমেয়াদী পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার প্রস্তাব করা; এবং

(ছ) দুর্যোগ মোকাবেলায় গৃহিত কর্মসূচিসমূহের চূড়ান্ত মূল্যায়ন এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সুপারিশসহ এতদ্‌সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা।

১২। **ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটি**।—ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রম পরিচালনায় কৌশলগত নীতি নির্ধারণ এবং ঘূর্ণিঝড় কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডকে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি বিষয়ে কৌশলগত দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ‘ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটি (Cyclone Preparedness Programme Policy Committee-CPPPC)’ গঠিত হইবে, যথা:—

(১) মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সহ-সভাপতিও হইবেন;

(৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, যিনি উহার সহ-সভাপতিও হইবেন;

(৪) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়;

(৫) সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

(৬) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়;

(৭) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(৮) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(৯) সচিব, অর্থ বিভাগ;

(১০) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ;

(১১) সদস্য, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;

(১২) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;

(১৩) পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি; এবং

(১৪) যুগ্ম সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

১৩। **ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পলিসি কমিটির সভা, উপ-কমিটি, ইত্যাদি**।—(১) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পলিসি কমিটি বৎসরে অন্ততঃ একবার উহার সভায় মিলিত হইবে; তবে জরুরি প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা অনুষ্ঠান করা যাইবে।

(২) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পলিসি কমিটির সভায় উহার সভাপতিসহ এক তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকিলে কোরাম পূর্ণ হইবে এবং উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৩) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পলিসি কমিটি, সুনির্দিষ্ট কোন প্রয়োজনে, এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পলিসি কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

১৪। **ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পলিসি কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী**।—ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পলিসি কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনার কৌশলগত নীতি নির্ধারণ;

(খ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি পরিচালনার নীতি ও পরিকল্পনা মূল্যায়ন করিয়া ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি বাস্তবায়ন বোর্ডকে কৌশলগত দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান;

(গ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির বাস্তবায়ন কার্যক্রম মূল্যায়নপূর্বক বাস্তবায়নের কৌশলগত দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান; এবং

(ঘ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকগণকে অবহিত করিয়া উক্ত কর্মসূচির অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণ।

১৫। **ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি; বাস্তবায়ন বোর্ড গঠন**।—ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পলিসি কমিটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির কাঠামো ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও সুপারিশ প্রদান এবং ঘূর্ণিঝড়ের সকল প্রকারের প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড (Cyclone preparedness Programme Implementation Board-CPPIB)' গঠিত হইবে, :—

(১) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;

(৩) যুগ্ম সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;

(৪) যুগ্ম সচিব (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;

(৫) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(৬) প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(৭) প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়;

(৮) প্রতিনিধি, তথ্য মন্ত্রণালয়;

(৯) প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ;

(১০) প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ;

(১১) প্রতিনিধি, স্পেস রিসার্চ এন্ড রিমোট সেন্সিং অর্গানাইজেশন (স্পারসো);

(১২) পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর;

(১৩) মহাসচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি;

(১৪) পরিচালক (অপারেশন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি;

(১৫) প্রতিনিধি, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies; এবং

(১৬) পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

১৬। **ঘূর্ণিঝড় কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের সভা, ইত্যাদি**।—(১)ঘূর্ণিঝড় কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড বৎসরে কমপক্ষে দুইবার উহার সভায় মিলিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ঘূর্ণিঝড়ের ৪ (চার) নম্বর সতর্কতা ও হুঁশিয়ারী সংকেত প্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকল ধরণের প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য, প্রয়োজন অনুযায়ী, জরুরি সভা আহবান করিতে হইবে।

(২) সভাপতিসহ অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে ঘূর্ণিঝড় কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের সভার কোরাম হইবে।

১৭। **ঘূর্ণিঝড় কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলী**।—ঘূর্ণিঝড় কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির জনবল কাঠামো ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও সুপারিশ করা;

(খ) আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা ও হুঁশিয়ারী সংকেত প্রদানের ('পরিশিষ্ট-১' দ্রষ্টব্য) পর ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি কর্তৃক যথাযথভাবে ঘূর্ণিঝড় সতর্কতা ও হুঁশিয়ারীকরণ পতাকা উত্তোলন ('পরিশিষ্ট-২' দ্রষ্টব্য) করা হইতেছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(গ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করা;

(ঘ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পলিসি কমিটি কর্তৃক বোর্ডের নিকট ছাড়ের জন্য পেশকৃত কর্মসূচির সকল সম্পদ পরিচালনা করা;

(ঙ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির সকল ব্যয় অনুমোদন করা;

(চ) উপকূলীয় অঞ্চলের অন্যান্য কর্মসূচির সহিত অগ্রাধিকার ও সঙ্গতি রক্ষা করা; এবং

(ছ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

১৮। **ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটি গঠন**।—ভূমিকম্প ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটি (Earthquake Preparedness and Awareness Committe-EPAC)' গঠিত হইবে, যথা:—

(১) মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সহ সভাপতিও হইবেন;

(৩) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;

(৪) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(৫) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(৬) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়;

(৭) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(৮) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়;

(৯) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(১০) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়;

(১১) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়;

(১২) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(১৩) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(১৪) সচিব, অর্থ বিভাগ;

(১৫) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ;

(১৬) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ;

(১৭) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ;

(১৮) সচিব, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ;

(১৯) সচিব, সেতু বিভাগ;

(২০) সচিব, জ্বালানী ও খনিজসম্পদ বিভাগ;

(২১) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(২২) চেয়ারম্যান, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা);

(২৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি;

(২৪) চেয়ারম্যান, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন;

(২৫) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;

(২৬) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;

(২৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর;

(২৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর;

(২৯) মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো;

(৩০) মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর;

(৩১) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা;

(৩২) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম;

(৩৩) বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট;

(৩৪) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;

(৩৫) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(৩৬) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(৩৭) প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(৩৮) প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (ডেসকো);

(৩৯) প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি);

(৪০) যুগ্ম সচিব (মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;

(৪১) যুগ্ম সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;

(৪২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন;

(৪৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন;

(৪৪) জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস;

(৪৫) পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর;

(৪৬) প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ;

(৪৭) চেয়ারম্যান, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;

(৪৮) চেয়ারম্যান, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়;

(৪৯) চেয়ারম্যান, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়;

(৫০) চেয়ারম্যান, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়;

(৫১) চেয়ারম্যান, সিভিল ও পরিবেশ প্রকৌশল বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়;

(৫২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত, জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) ৩ (তিন) জন প্রতিনিধি;

(৫৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থার (আইএনজিও) ২ (দুই) জন প্রতিনিধি; এবং

(৫৪) যুগ্ম-সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

১৯। **ভূমিকম্প সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটির সভা, উপ-কমিটি, ইত্যাদি।**—(১) ভূমিকম্প সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটি বৎসরে অন্ততঃ দুইবার উহার সভায় মিলিত হইবে; তবে জরুরি প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা অনুষ্ঠান করা যাইবে।

(২) ভূমিকম্প সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটি, ভূমিকম্প ঝুঁকিহ্রাসে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক উপ কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) ভূমিকম্প সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

২০। **ভূমিকম্প সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**—ভূমিকম্প সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) জাতীয় ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি পর্যালোচনা করা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের জন্য করণীয় সম্পর্কে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা; এবং

(খ) ভূমিকম্প সম্পর্কিত ঝুঁকিহ্রাস এবং ভূমিকম্প পরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং তালিকা প্রণয়নপূর্বক উহা সংগ্রহের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা।

২১। **দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জাতীয় প্লাটফর্ম গঠন।**—দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'ন্যাশনাল প্লাটফর্ম অর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (National Platform Disaster Risk Reduction-NPDRR)' গঠিত হইবে, যথা :

(১) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়;

(৩) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়;

(৪) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়;

(৫) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়;

(৬) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(৭) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ;

(৮) সদস্য (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন;

(৯) সদস্য (কৃষি), পরিকল্পনা কমিশন;

(১০) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;

(১১) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর;

(১২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার;

(১৩) মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো;

(১৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন;

(১৫) মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর;

(১৬) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর;

(১৭) মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর;

(১৮) মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর;

(১৯) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর;

(২০) মহাপরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন;

(২১) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;

(২২) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(২৩) প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর;

(২৪) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা;

(২৫) যুগ্ম সচিব (মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;

(২৬) যুগ্ম সচিব, (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;

(২৭) পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর;

(২৮) পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি;

(২৯) সরকার কর্তৃক মনোনীত, জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) ৩ (তিন) জন প্রতিনিধি;

(৩০) উপাচার্যের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়;

(৩১) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ভূমিকম্প সমিতি;

(৩২) প্রতিনিধি, পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো);

(৩৩) প্রতিনিধি, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম);

(৩৪) প্রতিনিধি, সেন্টার ফর এনভারনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস);

(৩৫) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(৩৬) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ;

(৩৭) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন পানিসম্পদ বিশেষজ্ঞ;

(৩৮) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ; এবং

(৩৯) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

২২। **দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জাতীয় প্লাটফর্মের সভা, উপ-কমিটি ইত্যাদি**।—(১) জাতীয় প্লাটফর্ম বৎসরে অন্ততঃ দুইবার উহার সভায় মিলিত হইবে; তবে জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা অনুষ্ঠিত করা যাইবে।

(২) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জাতীয় প্লাটফর্ম, উহার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদান কার্যক্রমে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক উপ-কমিটি বা উপ-প্লাটফর্ম গঠন করিতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জাতীয় প্লাটফর্ম, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

২৩। **জাতীয় প্লাটফর্মের দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলী**।—দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জাতীয় প্লাটফর্মের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা প্রশমনের জন্য আন্তঃসম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ;

(খ) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার নির্ণয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দের সুপারিশ করা, কর্মসূচি সংক্রান্ত সময়সূচি উপস্থাপন করা এবং Hyogo Framework for Action অনুসারে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা;

(গ) সকল জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র সম্পর্কিত নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পৃক্তকরণে কারিগরি সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা;

(ঘ) দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় কাজ করা; এবং

(ঙ) উন্নয়ন সহযোগী, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাকে বাংলাদেশের দুর্গত অঞ্চলে উহাদের সম্পদ বরাদ্দে সহায়তা করা।

২৪। **দুর্যোগ সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচার, কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি গঠন**।—দুর্যোগ সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচার এবং উহার কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'দুর্যোগ সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচার, কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি' গঠিত হইবে, যথা :—

(১) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন;

(৩) মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর;

(৪) মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর;

(৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার;

(৬) উপ-সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি-১), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;

(৭) নির্বাহী প্রকৌশলী, বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ কেন্দ্র (এফএফডব্লিউসি), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(৮) পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর;

(৯) পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি;

(১০) চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরী কমিশন;

(১১) চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(১২) চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি, পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো);

(১৩) প্রতিনিধি, স্পেস রিসার্চ এন্ড রিমোট সেন্সিং অর্গানাইজেশন (স্পারসো);

(১৪) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মোবাইল অপারেটরস এসোসিয়েশন; এবং

(১৫) পরিচালক (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

২৫। **সর্তক বার্তা প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটির সভা, উপ-কমিটি, ইত্যাদি**।—(১) সতর্ক বার্তা প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন সময়ে উহার সভায় মিলিত হইবে।

(২) সতর্ক বার্তা প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটি, উহার কার্যক্রমে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) সতর্ক বার্তা প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

২৬। **সতর্ক বার্তা প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**—সতর্ক বার্তা প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) দুর্যোগ সংক্রান্ত সতর্ক বার্তা প্রচারের উপায়, পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ করা;

(খ) আবহাওয়া বুলেটিন ও সংকেত প্রচার সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা এবং এতদ্‌বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা;

(গ) গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ের প্রচার কিভাবে কার্যকর করা যাইতে পারে, সেই বিষয়ে কার্যকর বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করা ও সুপারিশ প্রণয়ন করা;

(ঘ) জনসাধারণের মধ্যে আবহাওয়ার সতর্ক সংকেত দ্রুত প্রচারের পথ ও উপায়সমূহ নির্ধারণ করা;

(ঙ) আবহাওয়ার সতর্ক বার্তা সংক্রান্ত গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(চ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা।

২৭। **সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন।**—সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশনে একটি করিয়া 'সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (City Corporation Disaster Management Committee- CCDMC)' গঠিত হইবে, যথা :—

(১) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) বিভাগীয় কমিশনার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৩) সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বা তদকর্তৃক মনোনীত জেলা প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা;

(৪) সংশ্লিষ্ট মহানগরের পুলিশ কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট (ক্ষেত্রমত);

(৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, কর্তৃক মনোনীত উক্ত অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা;

(৬) সকল ওয়ার্ড কাউন্সিলর;

(৭) প্রধান প্রকৌশলী, সিটি কর্পোরেশন;

(৮) প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (যদি থাকে);

(৯) মহাব্যবস্থাপক (যানবাহন), সিটি কর্পোরেশন (যদি থাকে);

(১০) প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, সিটি কর্পোরেশন (যদি থাকে);

(১১) প্রধান পয়ঃনিষ্কাশন কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (যদি থাকে);

(১২) সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা;

(১৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি; এবং

(১৪) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

২৮। **সিটি কর্পোরেশন কমিটিকে সহায়তা।**—সিটি কর্পোরেশন কমিটি, উহার কার্যক্রমে সহায়তা এবং অধিকতর সমন্বিতভাবে সিটি কর্পোরেশন এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য, প্রয়োজনে, নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইবে এবং তদানুযায়ী উক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গ উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিবেন ও উক্ত কমিটিকে সহায়তা প্রদান করিবেন, যথা :—

(১) প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর;

(২) প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;

(৩) প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর;

(৪) প্রতিনিধি, গণপূর্ত অধিদপ্তর;

(৫) প্রতিনিধি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(৬) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(৭) প্রতিনিধি, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ বা বন্দর কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৮) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি;

(৯) প্রতিনিধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;

(১০) প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (সংশ্লিষ্ট এলাকার মধ্যে ক্যান্টনমেন্ট অবস্থিত হইলে);

(১১) প্রতিনিধি, আঞ্জুমান-এ-মফিদুল ইসলাম;

(১২) প্রতিনিধি, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা);

(১৩) প্রতিনিধি, গ্যাস সরবরাহ ও বিতরণ কোম্পানি (যদি থাকে);

(১৪) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ স্কাউটস্ ও গার্লস গাইড;

(১৫) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর;

(১৬) প্রতিনিধি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর;

(১৭) প্রতিনিধি, তথ্য অধিদপ্তর;

(১৮) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল);

(১৯) প্রতিনিধি, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(২০) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(২১) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ;

(২২) প্রতিনিধি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর;

(২৩) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) প্রতিনিধি;

(২৪) সুশীল সমাজের প্রতিনিধি (সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক, শিক্ষক, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব); এবং

(২৫) সংশ্লিষ্ট নগরের চেম্বার অব কমার্স এর প্রতিনিধি।

২৯। **সিটি কর্পোরেশন কমিটির উপদেষ্টা, উপ-কমিটি, সভা, ইত্যাদি।**—(১) সিটি কর্পোরেশনের এলাকাধীন সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্যগণ সিটি কর্পোরেশন কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

(২) স্থানীয় অবস্থা বা পরিস্থিতি বিবেচনায় সিটি কর্পোরেশন কমিটি, উক্ত কমিটিকে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক উপ-কমিটি বা ওয়ার্ড কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) বিধি ২৭ ও ২৮ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সিটি কর্পোরেশন কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(৪) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় সিটি কর্পোরেশন কমিটি নিম্নরূপ সময়ে উহার সভায় মিলিত হইবে, যথা :—

(ক) স্বাভাবিক সময়ে বৎসরে কমপক্ষে একবার;

(খ) দুর্যোগ সতর্ককালীন, দুর্যোগপূর্ব এবং দুর্যোগকালে, প্রয়োজনে, সপ্তাহে একাধিকবার; এবং

(গ) উদ্ধার পর্যায়ে সপ্তাহে কমপক্ষে একবার;

তবে শর্ত থাকে, যে উক্ত কমিটি, প্রয়োজনে যে কোন সময়ে, উহার সভায় মিলিত হইতে পারিবে এবং উহার সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য অন্য কোন কমিটির সহিত দ্বি-পাক্ষিক বা বহু-পাক্ষিক সভায় যোগদান করিতে পারিবেন।

(৫) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এক তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগ চলাকালে এক চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৬) প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে (পূর্ববর্তী বৎসরের কমিটির কোন রদবদল না হইলেও) সিটি কর্পোরেশন কমিটির সভাপতি তদ্‌কর্তৃক স্বাক্ষরিত উক্ত কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবেন।

(৭) সিটি কর্পোরেশনের নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পর সিটি কর্পোরেশন কমিটি পুনর্গঠন করিতে হইবে এবং অনতিবিলম্বে পুনর্গঠিত কমিটির তালিকা অধিদপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে।

৩০। **সিটি কর্পোরেশন কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**—সিটি কর্পোরেশন কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক :

(১) অধিদপ্তরকে অবহিত রাখিয়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর, বিশেষতঃ ভূমিকম্প সম্পৃক্ত বিষয়ে নিয়মিত কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন এবং জরুরি সাড়দান কার্যক্রমের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা ;

(২) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং উক্ত বিষয়ে সভা, সেমিনার, ইত্যাদি আয়োজন করা;

(৩) ভূমিকম্পসহ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন-অগ্নিকান্ড, বন্যা, ইত্যাদি সম্পর্কে আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরী করা;

(৪) ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের মত দুর্যোগের ক্ষেত্রে হতাহতদের উদ্ধার ও দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় ওয়াসা, ডেসা, পিডিবি, গ্যাস কোম্পানি ও টিএন্ডটিসহ সকল সেবাপ্রদানকারী সংস্থার নিজস্ব আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং কার্যকরণ নিশ্চিত করা;

(৫) বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক সুস্থতা, সামাজিক মর্যাদা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর চিহ্নিত করা;

(৬) ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের জন্য বিপদাপন্নতা হ্রাস ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা;

(৭) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যেসকল সংস্থা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে এবং যাহারা স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করিতে সহযোগিতা করে, তাহাদের সহিত নিয়মিত সভা আয়োজন করা;

(৮) জীবন রক্ষাকারী জরুরি সেবাসমূহ দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার লক্ষ্যে পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা;

(৯) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি সম্পর্কে অধিদপ্তরকে অবহিত করা;

(১০) সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও সংগঠনসমূহের সমন্বয়ে একটি সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা, যাহা দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে আয়সহ অন্যান্য সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করিতে পারে এবং যাহার মাধ্যমে, আসন্ন বিপদ সংক্রান্ত সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে দুর্যোগ সংঘটিত হইলে, প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;

(১১) স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে অবহিত করা এবং উক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে তাহাদের সক্ষমতা নিশ্চিত করা;

(১২) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারিবারিক এবং সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সফলতার দৃষ্টান্তসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচার করা;

(১৩) দুর্যোগ সংক্রান্ত পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, স্বেচ্ছাসেবক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং দুর্যোগকালে জান-মাল রক্ষায় তাহারা যাহাতে কার্যকর ভূমিকা রাখিতে পারে, সেই বিষয়ে তাহাদের সক্ষম করিয়া তোলা;

(১৪) দুর্যোগ সহনশীল স্থাপনা তৈরিতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবক এবং জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করা;

(১৫) দুর্যোগকালে জনসাধারণ যাহাতে উন্মুক্ত কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, এইরূপ সুনির্দিষ্ট নিরাপদ কেন্দ্র বা আশ্রয়কেন্দ্র ঠিক করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রের সেবা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া;

(১৬) আশ্রয়কেন্দ্রের নিকট কোন সুনির্দিষ্ট স্থান হইতে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবাসহ নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(১৭) ছাত্র-ছাত্রী, যুব সমাজ, স্থানীয় ক্লাবসমূহের সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবকদের পানি বিশুদ্ধকরণ কৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যাহাতে তাহারা দুর্যোগকালে জরুরি মুহূর্তে তাহাদের নিজেদের এলাকার জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করিতে পারে;

(১৮) হতাহতদের ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে হাসপাতাল স্থাপন ও চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কোন উন্মুক্ত স্থান ঠিক করিয়া রাখা;

(১৯) দুর্যোগকালে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন জীবন রক্ষাকারী ঔষধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সিটি কর্পোরেশন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে মজুদ রাখা;

(২০) প্রাথমিক ত্রাণ, অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা তৈরি করা এবং মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে স্থানীয় পর্যায়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

(২১) সতর্কবার্তা বা পূর্বাভাস প্রচার, উদ্ধার, অনুসন্ধান ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্যক্রমের উপর মহড়া আয়োজন করা এবং, প্রয়োজনে, এতদ্‌বিষয়ে অধিদপ্তরের নিকট সহযোগিতা যাচনা করা;

(২২) সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা; এবং

(২৩) বিল্ডিং কোড মোতাবেক প্রয়োজনীয় পরিসরের রাস্তা, অগ্নিঝুঁকি প্রতিরোধ এবং ভূমিকম্প ঝুঁকি প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিষয়টি নিশ্চিত হইয়া বহুতল ভবন, হাসপাতাল, ক্লিনিক, কমিউনিটি সেন্টার, শপিংমল, সিনেমা হল, রেস্তোরাঁ ও কারখানা নির্মানের অনুমোদন প্রদান করা হইতেছে কিনা উহা পরিবীক্ষণ করা এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(খ) সতর্ককালীন পর্যায়ে জরুরি সাড়াদান বিষয়ক ঃ

(১) সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার করা, উদ্ধারকারী দলকে প্রস্তুত রাখা ও তাহাদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করা এবং, প্রয়োজনবোধে, অপসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ স্থানে সরাইয়া লইবার জন্য উদ্ধারকারী দল প্রেরণ করা;

(২) বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে আপদ-পূর্বাভাস প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত করা এবং সার্বিক নিরাপত্তা ও সতর্কবার্তা প্রচার কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা;

(৩) পূর্ব-নির্ধারিত জরুরি আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগণ সেবা প্রদানের জন্য সতর্ক ও প্রস্তুত আছেন কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(৪) আশ্রয় কেন্দ্রের নিকট নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎসের ব্যবস্থা রাখা;

(৫) দুর্যোগকালে ব্যবহার করিবার মত প্রয়োজনীয় জীবনরক্ষাকারী ঔষধ পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করা এবং মজুদ না থাকিলে মজুদ করিতে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৬) দুর্যোগকালীন সময়ে যে সকল জরুরি কাজ করিতে হইবে তাহার চেকলিস্ট প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবল প্রস্তুত আছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(৭) আশ্রয় কেন্দ্রের নিকট নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(৮) দুর্যোগকালীন সময় সঠিকভাবে দ্রুত উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য নৌযান, স্পীডবোট, লাইফ জ্যাকেট, টর্চলাইট, হ্যাজাক লাইট ও চার্জারের ব্যবস্থা করা; এবং

(৯) জনসাধারণকে তাহাদের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি, যেমন, গবাদি পশু, হাঁস- মুরগি, জরুরি খাদ্য, দলিলাদি, কেরোসিন তৈল, মোমবাতি, দিয়াশলাই, জ্বালানী সামগ্রী, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল, ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করিতে সহযোগিতা করা;

(গ) দুর্যোগকালীন পর্যায়ে জরুরি সাড়াদান বিষয়ক ঃ

(১) প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সুবিধাদি ব্যবহার করিয়া জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং সরকার ও অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে অন্যান্যদের উদ্ধার কার্যক্রমে সহযোগিতা করা;

(২) প্রশিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী, যুবসম্প্রদায়, ক্লাব-সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণের সহযোগিতায় স্থানীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত সুবিধাদি বা জরুরি সাহায্য ব্যবহার করিয়া পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও খাবার স্যালাইন তৈরি করার মাধ্যমে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগবালাই এবং ডায়রিয়া প্রতিরোধে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৩) ত্রাণ বিতরণে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করিতে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা;

(৪) দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজব হইতে জনগণ যাহাতে ভীতসন্ত্রস্ত না হইয়া পড়ে সেইজন্য জনসাধারণকে যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা;

(৫) দুর্যোগকালে নিয়োজিত ত্রাণ কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৬) দুর্যোগকালে নিরাপদ কেন্দ্র, আশ্রয়কেন্দ্র বা অন্যান্য স্থানে বসবাসরত নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৭) মৃত ব্যক্তিদের দ্রুত সৎকার এবং মৃত প্রাণীদেহ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবার মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(৮) জনসাধারণকে তাহাদের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি, যেমন গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, ফসলের বীজ, কেরোসিন তৈল, মোমবাতি, দিয়াশলাই, জ্বালানী সামগ্রী, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল, ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করিতে সহযোগিতা করা;

(ঘ) দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে জরুরি সাড়াদান বিষয়ক ঃ

(১) পরিশিষ্ট-৩ এ উল্লিখিত 'এসওএস ফরম' (সেভ আওয়ার সোল ফরম) এ দুর্যোগের ফলে সংঘটিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এবং তাহা যতশীঘ্র সম্ভব টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই- মেইল বা ওয়ারলেসযোগে, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করা;

(২) ক্ষয়-ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পরিশিষ্ট-৪ এ উল্লিখিত 'লোকসান ও ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ ফরম' এ প্রয়োজনীয় তথ্য, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করা;

(৩) পুনর্বাসন কাজের জন্য স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কিংবা অধিদপ্তর বা অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে বন্টন ও বিতরণ করা;

(৪) সরকার ও দাতাসংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সহায়তা সামগ্রীক হিসাব সংরক্ষণ এবং উহা অধিদপ্তর ও, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট দাতাসংস্থার নিকট প্রেরণ করা;

(৫) দুর্যোগ সমাপ্তির পর জনগণ পুনরায় যাহাতে তাহাদের নিজ নিজ বসতবাড়ি বা জমিতে ফিরিতে পারে উহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং আইনগত কোন সমস্যার কারণে নিজ বসতবাড়ী বা জমিতে ফিরিবার ক্ষেত্রে কোন বাঁধা সৃষ্টি হইলে তাহা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(৬) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটাইয়া উঠিতে বিশেষজ্ঞ ও সমাজের সুধীজনের সহযোগিতায় দুর্যোগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় মানসিক পরিসেবা প্রদান করা;

(৭) দুর্যোগের কারণে আহত ব্যক্তিগণ যাহাতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থার নিকট হইতে যথাসময়ে যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্ত হয় তাহা নিশ্চিত করিতে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করা এবং, প্রয়োজন হইলে, জেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা গ্রহণ করা;

(৮) দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী কর্মকাণ্ড হইতে অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগাইবার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালার আয়োজন করা;

(৯) সরকার ও অধিদপ্তরের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ করা;

(১০) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পিতা-মাতাগণ ত্রাণ সামগ্রী গ্রহণসহ অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকিলে, উক্ত পরিবারের অরক্ষিত নারী ও শিশুদের জন্য নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা; এবং

(১১) দুর্যোগকালীন সময়ে মৃত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করা, ডেথ সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা ও অভিভাবকের নিকট লাশ হস্তান্তর করা এবং, লাশের দাবীদার পাওয়া সম্ভব না হইলে, দাফন বা সৎকারের ব্যবস্থা করা।

৩১। **জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন**।—জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জেলার নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রত্যেক জেলায় 'জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (District Disaster Management Committee DDMC)' গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(১) জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ;

(৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৪) প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (দুর্যোগকালে);

(৫) পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট;

(৬) সিভিল সার্জন;

(৭) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;

(৮) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা;

(৯) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;

(১০) জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;

(১১) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(১২) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;

(১৩) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক;

(১৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(১৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(১৬) নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(১৭) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(১৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;

(১৯) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(২০) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(২১) উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর;

(২২) উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর;

(২৩) জেলা সমবায় কর্মকর্তা;

(২৪) জেলা কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি;

(২৫) জেলা তথ্য কর্মকর্তা;

(২৬) জেলা কর্মকর্তা, পরিবেশ অধিদপ্তর (যদি থাকে);

(২৭) প্রতিনিধি, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (সীমান্ত এলাকার জেলা);

(২৮) প্রতিনিধি, র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, বাংলাদেশ পুলিশ;

(২৯) সহকারি পরিচালক বা উপ-সহকারি পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স;

(৩০) জেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন;

(৩১) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা;

(৩২) জেলাধীন সকল উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান;

(৩৩) জেলা সদরের পৌরসভার মেয়র;

(৩৪) জেলাধীন সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা;

(৩৫) প্রতিনিধি, আবহাওয়া অধিদপ্তর (যদি থাকে);

(৩৬) জেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি;

(৩৭) প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি);

(৩৮) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সামাজিকভাবে গণ্যমান্য বা সুশীল সমাজের একজন মহিলা ও একজন পুরুষ প্রতিনিধি;

(৩৯) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত, স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) তিনজন প্রতিনিধি;

(৪০) সভাপতি, জেলা প্রেসক্লাব;

(৪১) সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি;

(৪২) সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স;

(৪৩) সভাপতি, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি;

(৪৪) সভাপতি, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি;

(৪৫) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত কলেজ বা মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষ;

(৪৬) ইলেকট্রনিক মিডিয়া, কমিউনিটি রেডিও এবং বেতারের একজন করিয়া জেলা প্রতিনিধি;

(৪৭) সভাপতি, জেলা পরিবহন মালিক সমিতি;

(৪৮) সভাপতি, জেলা পরিবহন শ্রমিক সমিতি;

(৪৯) জেলা কমান্ডার, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল;

(৫০) সাধারণ সম্পাদক, জেলা স্কাউটস;

(৫১) প্রতিনিধি, প্রতিবন্ধী ফোরাম বা সমিতি; এবং

(৫২) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৩২। জেলা কমিটির উপদেষ্টা, উপ-কমিটি, সভা, ইত্যাদি।—(১) সংশ্লিষ্ট জেলাধীন সংসদ সদস্যগণ জেলা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

(২) স্থানীয় অবস্থা বা পরিস্থিতি বিবেচনায় জেলা কমিটি, উক্ত কমিটিকে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) জেলা কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(৪) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় জেলা কমিটি নিম্নরূপ সময়ে উহার সভায় মিলিত হইবে, যথা :—

(ক) স্বাভাবিক সময়ে প্রতি ৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে একবার;

(খ) দুর্যোগ সতর্ক সংকেত প্রচারকালে বা দুর্যোগ পূর্ব মুহূর্তে, প্রয়োজনে, একাধিকবার; এবং

(গ) দুর্যোগকাল হইতে পুনরুদ্ধার সময়কালে প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন সময়।

(৫) জেলা কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির কোন সদস্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য অন্য কোন কমিটির সহিত দ্বি-পাক্ষিক বা বহু পাক্ষিক সভায় মিলিত হইতে পারিবেন।

(৬) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এক চতুর্থাংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৭) জেলা প্রশাসক (পূর্ববর্তী বৎসরের কমিটির কোন রদবদল না হইলেও) প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে, তদ্‌কর্তৃক স্বাক্ষরিত, জেলা কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা এবং, উপজেলা কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্ত, পৌরসভা কমিটি, উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির তালিকা অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে।

৩৩। **জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী**।— জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক :

(১) উপজেলা কমিটি ও পৌরসভা কমিটির (গ্রেড 'এ' পৌরসভা) গঠন ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা এবং উক্ত কমিটিসমূহ যাহাতে সংশ্লিষ্ট এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করিতে পারে এবং তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যাহাতে কাজে লাগাইতে পারে তাহা নিশ্চিত করা;

(২) অধিদপ্তরকে অবহিত রাখিয়া দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা;

(৩) জেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্যোগ ঝুঁকি সৃষ্টির উপাদান এবং ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করা এবং সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা নির্মাণের সময় বিল্ডিং কোড যাহাতে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় তাহা নিশ্চিত করা;

(৪) উপজেলা কমিটি ও পৌরসভা কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্ত আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ বিষয়ক একটি সার্বিক প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং অধিদপ্তরে প্রেরণ করা;

(৫) ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের উপর গুরুত্বরোপসহ আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও নিয়মিত হালনাগাদ করা;

(৬) উপজেলা কমিটি ও পৌরসভা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর তালিকা এবং অবস্থান মানচিত্র সমন্বিত করিয়া জেলা পর্যায়ের জন্য অনুরূপ একটি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোণষ্ঠীর তালিকা ও অবস্থান মানচিত্র প্রস্তুত এবং তাহা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা;

(৭) উপজেলা কমিটি ও পৌরসভা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাকে সমন্বিত করিয়া জেলা পর্যায়ে একটি স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী সার্বিক ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(৮) জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন ও সেবাপ্রদানকারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;

(৯) অধিদপ্তরকে জেলা পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনাসহ অন্যান্য কর্মসূচির অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা;

(১০) দুর্যোগ সংক্রান্ত পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রচার করিয়া জনসাধারণকে সচেতন করা;

(১১) দুর্যোগকে দক্ষতার সহিত যথাযথভাবে মোকাবেলার জন্য জেলায় কর্মরত সকল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সংস্থাসমূহকে প্রস্তুত রাখা এবং তদ্‌লক্ষ্যে উপ-দফা ১২ এর বিষয়াদি বিবেচনায় লইয়া জেলা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(১২) জেলাধীন সকল কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং জনসাধারণকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা, যাহাতে তাহারা বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ, যেমন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, শৈত্য প্রবাহ ভূমিধ্বস, পাহাড়ি ঢল, নদী ভাঙন, ইত্যাদির পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের মাধ্যমে দুর্যোগকালে জনগণের জান-মাল রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখিতে পারে;

(১৩) জেলা পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাপনসমূহের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইউনিয়ন কমিটি, পৌরসভা কমিটি ও উপজেলা কমিটিসমূহের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা;

(১৪) জেলা সদর হইতে জনসাধারণকে স্থানান্তর করিতে নির্দিষ্ট নিরাপদ কেন্দ্র বা আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা এবং কেন্দ্রগুলির বিভিন্ন সেবামূলক ও নিরাপত্তামূলক কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থার উপর অর্পণ করা এবং উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে এইরূপ নির্দেশ প্রদান করা, যাহাতে তাহারা ইউনিয়ন কমিটি, পৌরসভা কমিটি ও উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিতে পারে;

(১৫) জেলা সদরে অবস্থিত আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সেবা নিশ্চিত করা এবং ইউনিয়ন কমিটি, পৌরসভা কমিটি ও উপজেলা কমিটির সহিত যোগাযোগ করিয়া ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা পর্যায়ে একই ধরনের সেবা ও সুবিধার ব্যবস্থা করা;

(১৬) ইউনিয়ন কমিটি, পৌরসভা কমিটিও উপজেলা কমিটিকে সক্রিয় করিতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং উদ্ধার কার্যক্রম ও জরুরি ত্রাণ কার্য পরিচালনায় ইউনিয়ন কমিটি, পৌরসভা কমিটি ও উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা এবং জেলার সকল এলাকা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(১৭) অধিদপ্তর, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার সহযোগিতায় সতর্কবার্তা বা পূর্বাভাস প্রচার, স্থানান্তর, অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম বিষয়ে কমপক্ষে ৬(ছয়) মাসে ১(এক) বার মহড়া আয়োজন করা;

(১৮) উপজেলা কমিটি ও পৌরসভা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা এবং অধিদপ্তরের নিকট নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করা;

(১৯) শিক্ষার্থী, যুব সমাজ, স্থানীয় ক্লাবসমূহের সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণের সমন্বয়ে উদ্ধার দল গঠন করা এবং অধিদপ্তরের সহযোগিতায় তাহাদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; এবং

(২০) জেলার ঝুঁকিপূর্ণ ভবন সনাক্তকরণ এবং ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বিল্ডিং কোড এর যথাযথ প্রয়োগের জন্য একটি কারিগরি টাস্ক ফোর্স গঠন করা; এবং

(২১) টাস্ক ফোর্সের সুপারিশের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন রেট্রোফিটিংয়ের ব্যবস্থা করা এবং যেসকল ভবন রেট্রোফিটিং সম্ভব নয়, সেইগুলি অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(খ) সতর্ককালীন পর্যায়ে জরুরি সাড়াদান বিষয়ক ঃ

(১) পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রচার করা, উদ্ধার কার্যক্রমের সমুদয় প্রস্তুতি পরীক্ষা করা ও উদ্ধারকারী দলকে প্রস্তুত রাখা এবং স্থানান্তর পরিকল্পনা অনুসারে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা;

(২) প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী ও জনসাধারণকে আপদ-পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর নিকট প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত করা এবং সার্বিক নিরাপত্তা ও সতর্কবার্তা প্রচার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা;

(৩) পূর্ব-নির্ধারিত জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগণ সেবা প্রদানের জন্য সতর্ক ও প্রস্তুত আছেন কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(৪) আশ্রয় কেন্দ্রের নিকট নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎসের ব্যবস্থা করা;

(৫) প্রশিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী, যুবসম্প্রদায়, ক্লাব-সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীদের স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতির উপর মহড়ার আয়োজন করা এবং সঠিকভাবে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত আছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(৬) দুর্যোগকালে ব্যবহার করিবার মত প্রয়োজনীয় জীবনরক্ষাকারী ঔষধ জেলা পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং তাহা মজুদ করিতে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৭) জরুরি কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সময়সূচিসহ জরুরি কার্যক্রমে চেকলিস্ট প্রস্তুত করা;

(৮) আশ্রয় কেন্দ্রের নিকট নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; এবং

(৯) বৃদ্ধ, গর্ভবতী মহিলা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্রে পৃথক ব্যবস্থা আছে কিনা, তাহা পর্যবেক্ষণ করা এবং, প্রয়োজনে, সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(গ) দুর্যোগকালীন জরুরি সাড়াদান বিষয়ক :

(১) জেলা পর্যায়ে স্থানান্তর, উদ্ধার এবং ত্রাণ ও প্রাথমিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য 'জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র (তথ্য কেন্দ্র ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ)' পরিচালনা করা;

(২) প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করিয়া জরুরি উদ্ধার কার্য পরিচালনা করা এবং মারাত্মকভাবে আক্রান্ত উপজেলা ও পৌরসভায় উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করিবার জন্য উদ্ধারকারী দল প্রেরণ করা;

(৩) ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা;

(৪) দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজবে জনগণ যাহাতে ভিতসন্ত্রস্ত হইয়া না পড়ে সেইজন্য জনসাধারণকে যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা;

(৫) দুর্যোগকালে নিয়োজিত ত্রাণ কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৬) দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপদ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র বা অন্য কোন স্থানে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৭) মৃত ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ ও দ্রুত সৎকার করা এবং মৃত প্রাণীদেহ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবার মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(৮) জনসাধারণকে তাহাদের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি, যেমন—গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, ফসলের বীজ, কেরোসিন তৈল, মোমবাতি, দিয়াশলাই, জ্বালানী সামগ্রী, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল, ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করিতে সহযোগিতা করা;

(ঘ) দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি সাড়াদান বিষয়ক :

(১) অধিদপ্তর বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে, উপজেলা কমিটির মাধ্যমে, দুর্যোগের ফলে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সত্যতা যাচাই করা এবং সরকারি কর্মকর্তা বা অন্য কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে জরুরি জরিপকার্য সম্পাদনের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ও চাহিদা নির্ণয় করা;

(২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রে এবং অধিদপ্তরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রে ক্ষয়-ক্ষতি, চাহিদা ও সঞ্চিত সম্পদের এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের অগ্রাধিকার চাহিদা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা;

(৩) জেলা পর্যায়ে ঝুঁকিহ্রাসকরণের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক পদেক্ষেপের মাধ্যমে সতর্কতার সহিত পুনর্বাসন কার্যক্রমের আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(৪) পুনর্বাসন কাজের জন্য স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কিংবা অধিদপ্তর বা অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে উপজেলা ও পৌরসভাকে বণ্টন ও বিতরণ করা;

(৫) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের অধীনে প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রীর বণ্টন তদারকি করা এবং হিসাব সংরক্ষণ করতঃ উহা সরকার ও, ক্ষেত্রমত, ত্রাণদাতা সংস্থার নিকট প্রেরণ করা;

(৬) দুর্যোগের কারণে স্থানচ্যুত জনগণ পুনরায় যেন তাহাদের পূর্বের স্থানে ফিরিয়া যাইতে পারে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা;

(৭) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটাইয়া উঠিতে বিশেষজ্ঞ ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় দুর্যোগকবলিত জনগণকে প্রয়োজনীয় মানসিক পরিসেবা প্রদান করা;

(৮) দুর্যোগের কারণে আহত জনগণ যাহাতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থার নিকট হইতে যথাসময়ে যথাযথ সেবা প্রাপ্ত হয় তাহা নিশ্চিত করিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান এবং, প্রয়োজনে, জেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা গ্রহণ করা;

(৯) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সহায়তায় কৃষি জমিতে ক্ষতিগ্রস্ত ফসল প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং দুর্যোগ সহনীয় ফসল আবাদের ব্যবস্থা করা;

(১০) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী কার্য হইতে অর্জিত শিক্ষা আদান-প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করা;

(১১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারীদের জন্য পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(১২) জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সার্বিক ও সুষ্ঠুভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; এবং

(১৩) উপরি-উক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও সরকার, অধিদপ্তর ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ করা।

৩৪। **উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন।**—উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য উপজেলা পর্যায়ের নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রত্যেক উপজেলায় 'উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (Upazilla Disaster Management Committee-UDMC)' গঠিত হইবে, যথা :—

(১) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যিনি উহার সহ সভাপতিও হইবেন;

(৩) উপজেলাধীন পৌরসভাসমূহের মেয়রগণ;

(৪) উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যানগণ;

(৫) উপজেলাধীন ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানগণ;

(৬) সহকারী কমিশনার (ভূমি);

(৭) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা;

(৮) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা;

(৯) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;

(১০) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা;

(১১) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;

(১২) উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(১৩) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা;

(১৪) উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা;

(১৫) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক;

(১৬) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(১৭) উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(১৮) উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা;

(১৯) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা;

(২০) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(২১) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;

(২২) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;

(২৩) স্টেশন অফিসার, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন (যদি থাকে);

(২৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(২৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (যদি থাকে);

(২৬) ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার সংরক্ষিত মহিলা সদস্যগণের মধ্য হইতে উপজেলা পরিষদের জন্য নির্বাচিত সদস্য;

(২৭) উপজেলা সভাপতি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি;

(২৮) সহকারী পরিচালক, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী (যদি থাকে);

(২৯) উপজেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে);

(৩০) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত, স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) তিনজন প্রতিনিধি;

(৩১) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি বা সিভিল সোসাইটির একজন প্রতিনিধি;

(৩২) সভাপতি, উপজেলা প্রেসক্লাব;

(৩৩) সভাপতি, উপজেলা চেম্বার অব কমার্স;

(৩৪) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত কলেজ বা মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষ;

(৩৫) উপজেলা কমান্ডার, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল; এবং

(৩৬) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও), যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৩৫। **উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা, উপ-কমিটি, সভা, ইত্যাদি।**—(১) উপজেলাধীন স্থানীয় সংসদ সদস্য বা সংসদ সদস্যগণ উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

(২) স্থানীয় অবস্থা বা পরিস্থিতি বিবেচনায় উপজেলা কমিটি, উক্ত কমিটিকে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) উপজেলা কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(৪) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় উপজেলা কমিটি নিম্নরূপ সময়ে উহার সভায় মিলিত হইবে, যথা :—

(ক) স্বাভাবিক সময়ে প্রতি ২ (দুই) মাসে কমপক্ষে একবার;

(খ) দুর্যোগ সতর্ক সংকেত প্রচারকালে বা দুর্যোগ পূর্ব মুহূর্তে, প্রয়োজনে, একাধিকবার;

(গ) দুর্যোগকালে প্রয়োজন অনুযায়ী (প্রতিদিন অন্ততঃ একবার); এবং

(ঘ) পুনরুদ্ধার সময়কালে প্রয়োজন অনুযায়ী (সপ্তাহে অন্ততঃ একবার)।

(৫) উপজেলা কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির কোন সদস্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য অন্য কোন কমিটির সহিত দ্বি-পাক্ষিক বা বহু-পাক্ষিক সভায় মিলিত হইতে পারিবেন।

(৬) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এক তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৭) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (পূর্ববর্তী বৎসরের কমিটির কোন রদবদল না হইলেও) প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে, উপজেলা কমিটির সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত, উপজেলা কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা এবং, ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্ত উক্ত কমিটিসমূহের তালিকা জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

৩৬। **উপজেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**—উপজেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক :

(১) ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটি গঠন ও কার্যকর করিতে সহযোগিতা করা, যাহাতে উক্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করিতে পারে, সঠিক তথ্য লাভ করিতে পারে এবং প্রশিক্ষণ হইতে অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগাইতে পারে;

(২) ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে স্থানীয় পর্যায়ে সতর্কতা ব্যবস্থা, ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি, উদ্ধার ও পুনরুদ্ধার এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কৌশল উন্নয়নে সহযোগিতা করা;

(৩) ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে বিবেচিত হইয়াছে কিনা, তাহা নিশ্চিত করা;

(৪) উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা এবং ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে নিয়মিত দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজনে ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে সহায়তা এবং উহার অগ্রগতি জেলা কমিটিকে অবহিত করা;

(৫) ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে আপদ, বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি নিরূপণ করিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা এবং উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "আপদ, বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি নিরূপণ" প্রতিবেদন সমন্বিত করিয়া উপজেলা পর্যায়ের একটি "আপদ, বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি নিরূপণ প্রতিবেদন" প্রস্তুত করা;

(৬) ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক সক্ষমতা, সামাজিক অবস্থান, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবেচনায় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী সনাক্ত করিতে সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রদান করা;

(৭) ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর তালিকা এবং অবস্থান মানচিত্র সমন্বিত করিয়া উপজেলা পর্যায়ের জন্য একটি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর তালিকা ও অবস্থান মানচিত্র প্রস্তুত করা এবং উহা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রেরণ করা;

(৮) সনাক্তকৃত সর্বাপেক্ষা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিহ্রাসকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা এবং সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভার কর্মপরিকল্পনা সমন্বিত করিয়া উপজেলা পর্যায়ের জন্য একটি সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা ও জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা;

(৯) ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পাশাপাশি স্থানীয় ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;

(১০) উপজেলা পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি এবং অন্যান্য কার্যাবলী সম্পর্কে জেলা কমিটিকে অবহিত করা;

(১১) একটি সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা, যাহার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সংগঠনসমূহ যাহাতে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণের জন্য আয়সহ অন্যান্য সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করিতে পারে এবং আসন্ন বিপদ সংক্রান্ত সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে বা দুর্যোগ সংঘটিত হইলে যাহাতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা;

(১২) বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ, যেমন—ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, টর্নেডো, সুনামি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, শৈত্যপ্রবাহ, পাহাড়ি ঢল, নদীভাঙন, ভূমিধ্বস, ইত্যাদির পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে উপজেলার সকল কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এবং, বিশেষতঃ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কর্মকর্তা, স্বেচ্ছাসেবক ও জনসাধারণকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা, যাহাতে তাহারা দুর্যোগ সংক্রান্ত পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের মাধ্যমে দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল রক্ষায় যথাযথ ভূমিকা পালন করিতে পারে;

(১৩) ইউনিয়ন কমিটি, পৌরসভা কমিটি, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা, যাহাতে তাহারা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, ভূমিকম্প, টর্নেডো, বন্যা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, পাহাড়ি ঢল ও শৈত্যপ্রবাহ সহনশীল স্থাপনা তৈরিতে সাধারণ জনগণকে সহযোগিতা, পরামর্শ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করিতে পারে;

(১৪) আপদসহনশীল কৃষি ও অন্যান্য জীবিকায়ন ব্যবস্থা গ্রহণে জনগণকে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিয়ন কমিটি, পৌরসভা কমিটি, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে সক্ষম করিয়া তোলা;

(১৫) জরুরি মুহূর্তে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষ নির্দিষ্ট কোন নিরাপদ কেন্দ্রে বা আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহা ঠিক করা এবং কেন্দ্রগুলির বিভিন্ন সেবামূলক ও নিরাপত্তামূলক কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তির উপর অর্পণ করা এবং একই সঙ্গে ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে সহযোগিতা করা, যাহাতে তাহারা ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে উক্ত কাজগুলি অধিক দক্ষতার সহিত বাস্তবায়ন করিতে পারে;

(১৬) উপজেলা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আশ্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্তী কোন সুনির্দিষ্ট স্থান হইতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে সহযোগিতা করা, যাহাতে তাহারা ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে উক্ত কাজ অধিক দক্ষতার সহিত বাস্তবায়ন করিতে পারে;

(১৭) ছাত্র-ছাত্রী, যুবসম্প্রদায়, স্থানীয় ক্লাব-সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে সমাজভিত্তিক পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান করা, যাহাতে দুর্যোগকালে জরুরি মুহূর্তে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নিকট যতক্ষণ পর্যন্ত না বাহির হইতে সাহায্য পৌঁছায়, ততক্ষণ তাহারা পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে পানি সরবরাহ করিতে পারে;

(১৮) সমাজভিত্তিক কিছু উচ্চস্থান তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান করা, যাহা স্বাভাবিক সময়ে খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং দুর্যোগকালে গবাদি পশু-পাখি, জরুরি খাদ্য, ফসলের বীজ, কেরোসিন তৈল, বাতি, ম্যাচ, জ্বালানি কাঠ, রেডিও ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসহ দুর্গত মানুষকে উক্ত স্থানগুলিতে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে;

(১৯) দুর্যোগকালে ব্যবহার করিবার মতো জীবন রক্ষাকারী জরুরি ঔষধসমূহ ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে মজুদ রাখিতে ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান করা;

(২০) উদ্ধারকার্য, প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা এবং জেলা সদর ও ইউনিয়ন পরিষদের সহিত যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসনে স্থানীয় ব্যবস্থা সংবলিত প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরি করা;

(২১) ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটির কার্যক্রম এবং উহার কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা;

(২২) সতর্ক বার্তা বা পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনার বিষয়ে মহড়া আয়োজন করা এবং উক্ত বিষয়ে, প্রয়োজনে, জেলা কমিটির নিটক সহযোগিতা যাচনা করা;

(২৩) কোন ইউনিয়ন ও পৌরসভায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষক না থাকিলে, যে ইউনিয়ন ও পৌরসভায় একাধিক প্রশিক্ষক থাকিবে, সেই ইউনিয়ন বা পৌরসভা হইতে প্রশিক্ষকবিহীন ইউনিয়ন ও পৌরসভায় প্রশিক্ষক প্রেরণের ব্যবস্থা করা;

(২৪) বন্যাপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগের ক্ষেত্রে মৃতদেহ সনাক্তকরণ, সৎকার বা সুষ্ঠুভাবে দাফনের উদ্দেশ্যে সমাজভিত্তিক উচ্চস্থান তৈরি করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কবরস্থান ও শ্মশান তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা; এবং

(২৫) উৎপাদনশীল খামারসমূহের জন্য দুর্যোগ মোকাবেলায় যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা;

(খ) সতর্ককালীন পর্যায়ে জরুরি সাড়াদান বিষয়ক :

(১) সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার করা, উদ্ধারকারী দল ও তাহাদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করা এবং অপসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে অপসারণ করা;

(২) প্রশিক্ষিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবক এবং জনসাধারণকে আপদ-পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর নিকট প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য মাঠপর্যায়ে নিয়োজিত করা এবং সার্বিক নিরাপত্তা ও সতর্কবার্তা প্রচার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা;

(৩) পূর্ব-নির্ধারিত জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগণ সেবা প্রদানের জন্য সতর্ক ও প্রস্তুত আছেন কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(৪) আশ্রয়কেন্দ্রের নিকট নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎস ঠিক করিয়া রাখা, যাহাতে দুর্যোগকালে উক্ত উৎস হইতে জনগণ নিরাপদ ও সুপেয় পানি লাভ করিতে পারে;

(৫) ছাত্র-ছাত্রী, যুব সম্প্রদায়, ক্লাব সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণ যাহাতে স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহার ও জরুরি মুহূর্তে দুর্যোগ আক্রান্তদের মাঝে নিরাপদ পানি সরবরাহ করিতে পারে তাহা নিশ্চিত করিতে মহড়া আয়োজন করা এবং এইক্ষেত্রে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত আছে কিনা তাহা পরিবীক্ষণ করা;

(৬) আশ্রয় কেন্দ্রের নিকট নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(৭) দুর্যোগকালে ব্যবহার করিবার মত প্রয়োজনীয় জীবনরক্ষাকারী ঔষধ ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করা; এবং

(৮) দুর্যোগকালে যে সকল জরুরি কাজ করিতে হইবে তাহার চেকলিস্ট প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবল প্রস্তুত আছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(গ) দুর্যোগ পর্যায়ে জরুরি সাড়া প্রদান বিষয়ক :

(১) উপজেলা পর্যায়ে অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য 'জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র' পরিচালনা করা;

(২) প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করিয়া জরুরি উদ্ধার কার্য পরিচালনা করা এবং নির্দেশনা অনুসারে উদ্ধার কার্যক্রমে অন্যান্যদের সহযোগিতা করা;

(৩) উপজেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা এবং ত্রাণ বিতরণে সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা;

(৪) দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজব হইতে জনগণ যাহাতে ভীতসন্ত্রস্ত না হইয়া পড়ে সেইজন্য জনসাধারণকে যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা;

(৫) দুর্যোগকালে ত্রাণ কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৬) দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৭) মৃতদেহ সনাক্তকরণ, দ্রুত সৎকার এবং মৃত প্রাণীদেহ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবার মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৮) জনগণকে তাহাদের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদির, যেমন-গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, কেরোসিন তৈল, মোমবাতি, দিয়াশলাই, জ্বালানী সামগ্রী, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করিতে সহযোগিতা করা; এবং

(৯) প্রশিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী, যুব সম্প্রদায়, ক্লাব-সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণের সহযোগিতায় স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করিবার জন্য ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে সক্রিয় করা এবং বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ-বালাইয়ে আক্রান্ত হইবার পূর্বেই ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ করা।

(ঘ) দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে জরুরি সাড়া প্রদান বিষয়ক :

(১) পরিশিষ্ট-৩ এ উল্লিখিত 'এসওএস ফরম' (সেভ আওয়ার সোল ফরম) ও দুর্যোগের ফলে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এবং তাহা যতশীঘ্র সম্ভব টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই- মেইল বা অয়্যারলেস যোগে জেলা কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করা;

(২) ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পরিশিষ্ট-৪ এ উল্লিখিত 'লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম' এ প্রয়োজনীয় তথ্য জেলা কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে নিকট প্রেরণ করা;

(৩) ভবিষ্যৎ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিবেচনায় লইয়া পুনর্বাসন কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা;

(৪) পুনর্বাসন কাজের জন্য স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কিংবা অধিদপ্তর বা অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ জেলা কমিটির নির্দেশনা অনুসারে বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৫) ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সহায়তা সামগ্রী বিতরণ তদারকি, হিসাব সংরক্ষণ এবং তাহা জেলা কমিটি ও, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থার নিকট প্রেরণ করা;

(৬) দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত জনগণ যাহাতে পুনরায় তাহাদের পূর্বের স্থানে ফিরিয়া আসিতে পারে তাহা নিশ্চিত করা;

(৭) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটাইয়া উঠিতে বিশেষজ্ঞ ও সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় দুর্যোগ আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে প্রয়োজনীয় মানসিক পরিষেবা প্রদান করা;

(৮) দুর্যোগের কারণে আহত ব্যক্তিরা যাহাতে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যথাসময়ে যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা লাভ করিতে পারে তাহা নিশ্চিত করিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা এবং, প্রয়োজন হইলে, এতদ্‌বিষয়ে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা গ্রহণ করা;

(৯) উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরসমূহের দুর্যোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করা;

(১০) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী কার্য হইতে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করা;

(১১) আশ্রয় কেন্দ্রে রক্ষিত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী যাহাতে নিরাপদে পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা; এবং

(১২) উপরি-উক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও সরকার ও অধিদপ্তরের যথাযথ নির্দেশনা অনুসরণ করা।

৩৭। **পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন**।—পৌরসভা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রত্যেক ‘পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (Paurashava Disaster Management Committee-PDMC)’ গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(১) পৌরসভার মেয়র, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) পৌরসভার প্যানেল মেয়র, যিনি উহার সহ সভাপতিও হইবেন;

(৩) পৌরসভার কাউন্সিলরগণ;

(৪) মেডিক্যাল অফিসার বা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, পৌরসভা;

(৫) নির্বাহী প্রকৌশলী বা সহকারী প্রকৌশলী, পৌরসভা;

(৬) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও);

(৭) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(৮) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, (যদি থাকে);

(৯) স্টেশন অফিসার, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন (যদি থাকে);

(১০) উপজেলা কমান্ডার, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল, কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(১১) পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত, স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) তিনজন প্রতিনিধি;

(১২) গ্যাস সরবরাহ বা বিতরণ কোম্পানীর প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট এলাকা গ্যাস সঞ্চালন নেটওয়ার্কের আওতাধীন হইলে); এবং

(১৩) পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিব, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৩৮। **পৌরসভা কমিটির কার্যক্রমে সহায়তা।**—পৌরসভা কমিটি, উহার কার্যক্রমে সহায়তা এবং অধিকতর সমন্বিতভাবে পৌর এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য, প্রয়োজনে, নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইবে এবং তদনুযায়ী উক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গ উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিবেন ও উক্ত কমিটিকে সহায়তা প্রদান করিবেন, যথা ঃ—

(১) প্রতিনিধি, উপ-পরিচালক (কৃষি);

(২) প্রতিনিধি, উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা);

(৩) প্রতিনিধি, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(৪) সভাপতির প্রতিনিধি, জেলা বা উপজেলা প্রেসক্লাব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৫) প্রতিনিধি, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বা সিভিল সার্জন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৬) পৌরসভা কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত খ্যাতিমান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব;

(৭) প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে);

(৮) পৌরসভা কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কোন কলেজ, মাদ্রাসা বা স্কুলের একজন অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক;

(৯) প্রতিনিধি, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা;

(১০) প্রতিনিধি, উপজেলা বা জেলা চেম্বার অব কমার্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(১১) প্রতিনিধি, উপজেলা বা জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(১২) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(১৩) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(১৪) প্রতিনিধি, উপজেলা বা জেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(১৫) প্রতিনিধি, উপজেলা বা জেলা পরিষদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং

(১৬) প্রতিনিধি, প্রতিবন্ধী ফোরাম বা সমিতি (যদি থাকে)।

৩৯। **পৌরসভা কমিটির উপদেষ্টা, উপ-কমিটি, সভা, ইত্যাদি।**—(১) স্থানীয় সংসদ সদস্য পৌরসভা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

(২) স্থানীয় অবস্থা বা পরিস্থিতি বিবেচনায় পৌরসভা কমিটি, উক্ত কমিটিকে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) বিধি ৩৭ ও ৩৮ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পৌরসভা কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(৪) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় পৌরসভা কমিটি নিম্নরূপ সময়ে উহার সভায় মিলিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) স্বাভাবিক সময়ে প্রতি ৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে একবার;

(খ) দুর্যোগ সতর্ক সংকেত প্রচারকালে বা দুর্যোগ পূর্ব মুহূর্তে সপ্তাহে একাধিকবার;

(গ) দুর্যোগকালে প্রয়োজন অনুযায়ী (প্রতিদিন অন্ততঃ একবার); এবং

(ঘ) পুনরুদ্ধার সময়কালে প্রয়োজন অনুযায়ী (সপ্তাহে অন্ততঃ একবার)।

(৫) পৌরসভা কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির কোন সদস্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য অন্য কোন কমিটির সহিত দ্বি-পাক্ষিক বহু পাক্ষিক সভায় মিলিত হইতে পারিবেন।

(৬) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এক-তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৭) পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, সচিব (পূর্ববর্তী বৎসরের কমিটির কোন রদবদল না হইলেও) প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে, পৌরসভা কমিটির সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত, পৌরসভা কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা উপজেলা কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

৪০। **পৌরসভা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী**।—পৌরসভা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক ঃ

(১) স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করা, উক্ত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে তাহাদের সক্ষমতা নিশ্চিত করা এবং পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সফলতা ব্যাপকভাবে প্রচার করা;

(২) নিয়মিতভাবে দুর্যোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা এবং তাহা 'এ' গ্রেড পৌরসভার ক্ষেত্রে জেলা কমিটি এবং 'বি' ও 'সি' গ্রেড পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা কমিটিকে অবহিত করা;

(৩) পৌরসভা পর্যায়ে আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং ভূমিকম্পসহ অন্যান্য আপদের জন্য ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(৪) লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক সামর্থ্য, সামাজিক অবস্থা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে বিপদাপন্ন বা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী সনাক্ত করা;

(৫) ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য এবং বিপদাপন্নতা হ্রাস ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(৬) পৌরসভা পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার সহিত (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পাশাপাশি স্থানীয় ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা) নিয়মিত সভা আয়োজন করা;

(৭) কর্মপরিকল্পনাসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে 'এ' গ্রেড পৌরসভার ক্ষেত্রে জেলা কমিটি এবং 'বি' ও 'সি' গ্রেড পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা কমিটিকে অবহিত করা;

(৮) একটি সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা, যাহার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সংগঠনসমূহ দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণের জন্য আয়সহ অন্যান্য সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করিতে পারে এবং আসন্ন বিপদ সংক্রান্ত সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে বা দুর্যোগ সংঘটিত হইলে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;

(৯) বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ, যেমন-টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস নদীভাঙ্গন, সুনামি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা, ভরাজোয়ার, শৈত্য প্রবাহ, ইত্যাদির পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে ব্যক্তি পর্যায়ে ও স্বেচ্ছাসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা, যাহাতে দুর্যোগকালে জানমাল রক্ষায় তাহারা কার্যকর ভূমিকা রাখিতে পারে;

(১০) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা যাহাতে তাহারা বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগে, যেমন-ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, ভূমিকম্প, টর্নেডো, বন্যা, নদীভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, ভরাজোয়ার, শৈত্য প্রবাহ, ইত্যাদিতে সহনশীল ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে;

(১১) আপদসহনশীল কৃষি ও অন্যান্য জীবিকায়ন ব্যবস্থা গ্রহণে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী ও জনসাধারণকে সক্ষম করিয়া তোলা;

(১২) দুর্যোগকালে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষ নির্দিষ্ট কোন নিরাপদ কেন্দ্রে বা আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহা ঠিক করা এবং উক্ত কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন সেবামূলক ও নিরাপত্তামূলক কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তির উপর অর্পণ করা;

(১৩) 'এ' গ্রেড পৌরসভার ক্ষেত্রে জেলা কর্তৃপক্ষের এবং 'বি' ও 'সি' গ্রেড পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আশ্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্তী কোন সুনির্দিষ্ট স্থান হইতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও, প্রয়োজনে, অন্যান্য সেবাসমূহের সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(১৪) শিক্ষার্থী, যুবসম্প্রদায়, স্থানীয় ক্লাবের সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীগণকে সমাজভিত্তিক পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যাহাতে দুর্যোগকালে জরুরি মুহূর্তে যতক্ষণ পর্যন্ত না বাহিরের সাহায্য পৌঁছায়, ততক্ষণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠীর নিকট বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়;

(১৫) সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত অনুদানের ভিত্তিতে সমাজভিত্তিক কিছু উচ্চস্থান তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা, যাহা স্বাভাবিক সময়ে খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং দুর্যোগকালে গবাদি পশু-পাখি, জরুরি খাদ্য, কেরোসিন তৈল, বাতি, ম্যাচ, জ্বালানী কাঠ, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীসহ মানুষকে উক্ত স্থানসমূহে স্থানান্তর করা যায়;

(১৬) দুর্যোগকালে ব্যবহার করিবার মত জীবনরক্ষাকারী জরুরি ঔষদসমূহ পৌরসভা পর্যায়ে পৌরসভা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে বা ডিসপেনসারীতে মজুদ রাখা;

(১৭) উদ্ধারকার্য, প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা এবং জেলা ও উপজেলা সদরের সহিত যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে পুনর্বাসনের জন্য স্থানীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সংবলিত প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরি করা; এবং

(১৮) সতর্কবার্তা বা পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া আয়োজন করা এবং, প্রয়োজনে, এতদ্‌বিষয়ে উপজেলা কর্তৃপক্ষের নিকট সহযোগিতা যাচনা করা।

(খ) সতর্ককালীন পর্যায়ে জরুরি সাড়াদান বিষয়ক ঃ

(১) সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার করা, উদ্ধারকারীদলের সার্বিক প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করা ও তাহাদের প্রস্তুত রাখা এবং অপসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে অপসারণ করা;

(২) প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে দুর্যোগের পূর্বাভাস বা পূর্ব সতর্কবার্তা অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত করা এবং সম্পূর্ণ সতর্কবার্তা বা পূর্বাভাস প্রচার কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা;

(৩) পূর্ব-নির্ধারিত জরুরি নিরাপদ কেন্দ্র বা আশ্রয় কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগণ সেবা প্রদানের জন্য সতর্ক ও প্রস্তুত আছেন কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(৪) আশ্রয় কেন্দ্রের নিকট নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা এবং বিকল্প উৎস নির্ধারণ করিয়া রাখা;

(৫) প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থী, যুবসম্প্রদায়, ক্লাব সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীগণের সমন্বয়ে স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের উপর মহড়ার আয়োজন করা এবং পানি বিশুদ্ধ করিয়া দ্রুত সরবরাহ করিতে সকল প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিশ্চিত করা;

(৬) আশ্রয় কেন্দ্রের নিকট নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(৭) পৌরসভা পর্যায়ে জীবনরক্ষাকারী ঔষধ দুর্যোগকালে ব্যবহার করিবার মত পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং মজুদ ঘাটতি পূরণে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৮) দুর্যোগকালে যে সকল জরুরি কাজ করণীয় তাহার চেকলিস্ট প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবল প্রস্তুত আছে কিনা তাহা নিশ্চিত হওয়া; এবং

(৯) উৎপাদনশীল খামারসমূহের জন্য দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

(গ) দুর্যোগ পর্যায়ে জরুরি সাড়াদান বিষয়ক ঃ

(১) প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করিয়া জরুরি উদ্ধারকার্য পরিচালনা করা এবং নির্দেশনা অনুসারে উদ্ধার কার্যক্রমে অন্যান্যদের সহযোগিতা করা;

(২) প্রশিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী, যুবসম্প্রদায়, ক্লাব সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগিতায় স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ উপকরণ প্রস্তুত করা এবং বিভিন্ন পানিবাহিত রোগবালাই বা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হইবার পূর্বেই ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে জরুরি ভিত্তিতে উক্ত উপকরণ বিতরণ করা;

(৩) পৌরসভা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা এবং ত্রাণ বিতরণে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা;

(৪) দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজব হইতে জনগণ যাহাতে ভীতসন্ত্রস্ত না হইয়া পড়ে সেইজন্য জনসাধারণকে যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা;

(৫) দুর্যোগকালে নিয়োজিত ত্রাণ কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৬) দুর্যোগকালে নিরাপদ কেন্দ্র বা আশ্রয়কেন্দ্রসহ অন্যান্য স্থানে অবস্থিত নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৭) দুর্যোগকালীন সময়ে মৃত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করা, ডেথ সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা ও অভিভাবকের নিকট লাশ হস্তান্তর করা এবং লাশের দাবীদার পাওয়া সম্ভব না হইলে লাশ দাফন বা সৎকারের ব্যবস্থা করা; এবং

(৮) জনগণকে তাহাদের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি, যেমন-গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, কেরোসিন তৈল, মোমবাতি, দিয়াশলাই, জ্বালানী সামগ্রী, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করিতে সহযোগিতা করা।

(ঘ) দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে জরুরি সাড়াদান বিষয়ক ঃ

(১) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের চাহিদা ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে দুর্যোগের ফলে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহে উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;

(২) পুনর্বাসন কাজের জন্য স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কিংবা অধিদপ্তর বা অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত ত্রাণসামগ্রী জেলা কমিটি বা উপজেলা কমিটির নির্দেশনা অনুসারে বিতরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৩) ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সহায়তা সামগ্রী প্রাপ্তির হিসাব জেলা কমিটি ও, ক্ষেত্রমত, দাতা সংস্থার নিকট প্রেরণ করা;

(৪) দুর্যোগের কারণে স্থানচ্যুত জনগণ পুনরায় যাহাতে তাহাদের পূর্বের স্থানে ফিরিয়া আসিতে পারে উহা নিশ্চিত করা এবং স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের যেন দুর্যোগের পরে বিরোধপূর্ণ জমিতে ফিরিতে কোন বাধার সৃষ্টি না হয় তাহাও লক্ষ্য রাখা;

(৫) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটাইয়া উঠিতে বিশেষজ্ঞ ও সমাজের সচেতন ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় দুর্যোগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা;

(৬) দুর্যোগের কারণে আহত ব্যক্তিরা যাহাতে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যথাসময়ে যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা লাভ করিতে পারে তাহা নিশ্চিত করিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা এবং, প্রয়োজন হইলে, এতদ্‌বিষয়ে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা গ্রহণ করা;

(৭) দুর্যোগকালীন সময়ে মৃত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করা, ডেথ সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা ও অভিভাবকের নিকট লাশ হস্তান্তর করা এবং লাশের দাবীদার পাওয়া না গেলে লাশ দাফন বা সৎকারের ব্যবস্থা করা;

(৮) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী কাজের অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালার আয়োজন করা;

(৯) আশ্রয় কেন্দ্রে রক্ষিত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী যাহাতে নিরাপদে পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হয় তাহার ব্যবস্থা করা; এবং

(১০) উপরি-উক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও সরকার ও অধিদপ্তরের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ করা।

৪১। **ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন**।—ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রত্যেক ইউনিয়নে 'ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (Union Disaster Management Committee-UDMC)' গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(১) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারগণ;

(৩) ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা;

(৪) উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা;

(৫) মাঠকর্মী, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড;

(৬) মেডিকেল অফিসার, ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ ও উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(৭) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষক প্রতিনিধি;

(৮) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন ইউনিয়ন সমাজকর্মী;

(৯) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা প্রতিনিধি;

(১০) প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে);

(১১) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে);

(১২) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি;

(১৩) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, প্রতিবন্ধী সংগঠনের একজন প্রতিনিধি;

(১৪) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের একজন করিয়া প্রতিনিধি;

(১৫) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বা সমাজসেবক;

(১৬) উপজেলা কমান্ডার, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল, কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(১৭) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা;

(১৮) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন ভেটেরিনারী ফিল্ড এ্যাসিসটেন্ট (যদি থাকে);

(১৯) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন ইমাম ও একজন পুরোহিত বা অন্য কোন ধর্মীয় নেতা;

(২০) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন ইউনিয়ন আনসার ও ভিডিপি দলনেতা;

(২১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তিনজন স্বেচ্ছাসেবক (যদি থাকে);

(২২) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তা; এবং

(২৩) সচিব, ইউনিয়ন পরিষদ, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৪২। ইউনিয়ন কমিটির উপ-কমিটি, সভা, ইত্যাদি।—(১) স্থানীয় অবস্থা বা পরিস্থিতি বিবেচনায় ইউনিয়ন কমিটি, উক্ত কমিটিকে সহায়তার জন্য প্রয়োজনে, এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) ইউনিয়ন কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(৩) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় ইউনিয়ন কমিটি নিম্নরূপ সময়ে উহার সভায় মিলিত হইবে, যথা:—

(ক) স্বাভাবিক সময়ে প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার;

(খ) দুর্যোগ সতর্ক সংকেত প্রচারকালে বা দুর্যোগ পূর্ব মুহূর্তে সপ্তাহে একাধিকবার;

(গ) দুর্যোগকালে প্রয়োজন অনুযায়ী (প্রতিদিন অন্ততঃ একবার); এবং

(ঘ) পুনরুদ্ধার সময়কালে প্রয়োজন অনুযায়ী (সপ্তাহে অন্ততঃ একবার)।

(৪) ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির কোন সদস্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য অন্য কোন কমিটির সহিত দ্বি-পাক্ষিক বা বহু-পাক্ষিক সভায় মিলিত হইতে পারিবেন।

(৫) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এক তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৬) ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি (পূর্ববর্তী বৎসরের কমিটির কোন রদবদল না হইলেও) প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে, তদকর্তৃক স্বাক্ষরিত, ইউনিয়ন কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

৪৩। ইউনিয়ন কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।—ইউনিয়ন কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক :

(১) স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে পরিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করা, উক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে তাহাদের সক্ষমতা নিশ্চিত করা এবং পরিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সফলতা ব্যাপকভাবে প্রচার করা;

(২) নিয়মিত দুর্যোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা এবং উহা উপজেলা কমিটিকে অবহিত করা;

(৩) ইউনিয়ন পর্যায়ে আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপন করা এবং ভূমিকম্পনসহ অন্যান্য দুর্যোগের জন্য ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(৪) লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক সামর্থ্য, সামাজিক অবস্থা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন বা ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি সনাক্ত করা;

(৫) সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন বা ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির সক্রিয় অংশগ্রহণে বিপদাপন্নতা হ্রাস ও তাহাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্বল্প, মাধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(৬) ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনে সহযোগিতা করা এবং স্বল্প, মাধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পাশাপশি স্থানীয় ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;

(৭) কর্মপরিকল্পনাসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা কমিটিকে অবহিত করা;

(৮) একটি সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা, যাহার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠি, ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয় সংগঠনসমূহ যাহাতে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণের জন্য আয়সহ অন্যান্য সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে সহযোগিতা করিতে পারে এবং আসন্ন বিপদ সংক্রান্ত সতর্কবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে বা দুর্যোগ সংঘটিত হইলে তাহারা প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;

(৯) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, ইউনিয়ন পরিষদ, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা, যাহাতে তাহারা পূর্বাভাস প্রচারে এবং বিভিন্ন আপদ, যেমন ঘূর্ণিঝড়, ঝড়, বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি জলাবদ্ধতা, ভরাজোয়ার, শৈতপ্রবাহ, ইত্যাদির সতর্কবার্তা দ্রুত প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে এবং দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখিতে পারে;

(১০) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা, যাহাতে তাহারা বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ, যেমন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, ভূমিকম্প, টর্নেডো, বন্যা, জলাবদ্ধতা, লবনাক্ততা, পাহাড়ি ঢল, শৈতপ্রবাহ, ইত্যাদির সহনশীল স্থাপনা তৈরিতে সাধারণ জনগণকে সহযোগিতা, পরামর্শ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করিতে পারে;

(১১) আপদসহনশীল কৃষি ও অন্যান্য জীবিকায়ন ব্যবস্থা গ্রহণে জনগণকে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করিতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে সক্ষম করিয়া তোলা;

(১২) জরুরি মুহর্তে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষ নির্দিষ্ট কোন নিরাপদ কেন্দ্র বা আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় লইবে তাহা ঠিক করা এবং উক্ত কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন সেবামূলক ও নিরাপত্তামূলক কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তির উপর অর্পণ করা;

(১৩) উপজেলা পরিষদের সহযোগিতায় আশ্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্তী কোন সুনির্দিষ্ট স্থান হইতে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং শৌচাগারসহ অন্যান্য সেবা নিশ্চিত করা;

(১৪) ছাত্র-ছাত্রী, যুব সম্প্রদায়, স্থানীয় ক্লাব সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীদের সমাজভিত্তিক পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যাহাতে দুর্যোগকালে জরুরি মুহর্তে যতক্ষণ পর্যন্ত না বাহিরের সাহায্য পৌছায়, ততক্ষণ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির নিকট তাহারা পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহারে সহযোগিতা প্রদান করিতে পারে;

(১৫) সমাজভিত্তিক কিছু উচ্চ স্থান নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা, যাহা স্বাভাবিক সময়ে খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং দুর্যোগকালে গবাদি পশু-পাখি, জরুরি খাদ্য, কেরোসিন তৈল, বাতি, ম্যাচ, জ্বালানী কাঠ, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীসহ দুর্গত মানুষকে উক্ত স্থানসমূহে স্থানান্তর করা যায়;

(১৬) দুর্যোগকালে ব্যবহার করিবার মতো জীবনরক্ষাকারী জরুরি ঔষধসমূহ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে মজুদ রাখা;

(১৭) উদ্ধারকার্য, প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা এবং উপজেলা সদরের সহিত যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং মারাত্বক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে স্থানীয় ব্যবস্থা সংবলিত প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরী করা;

(১৮) সতর্কবার্তা বা পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া আয়োজন করা এবং এতদ্‌বিষয়ে, প্রয়োজনে, উপজেলা কমিটির নিকট সহযোগিতা যাচনা করা; এবং

(১৯) ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠন ও তাহাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(খ) সতর্ককালীন পর্যায়ে জরুরি সাড়াদান বিষয়ক:

(১) সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার করা, উদ্ধারকারী দলের শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করা এবং অপসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠিকে অপসারণ করা;

(২) প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে দুর্যোগের পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির নিকট প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত করা এবং সার্বিক নিরাপত্তা ও সতর্কবার্তা প্রচার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা;

(৩) পূর্ব নির্ধারিত জরুরি আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগণ সেবা প্রদানের জন্য সতর্ক ও প্রস্তুত আছেন কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(৪) আশ্রয় কেন্দ্রের নিকট নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎস ঠিক করিয়া রাখা, যাহাতে দুর্যোগকালে উক্ত উৎস হইতে জনগণ নিরাপদ ও সুপেয় পানি প্রাপ্ত হইতে পারে;

(৫) প্রশিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী, যুব সম্প্রদায়, ক্লাব সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীগণ স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধ করিতে পারেন কিনা তাহা নিশ্চিত করিতে ছোট আকারের মহড়ার আয়োজন করা, যেন জরুরি মুহুর্তে দুর্যোগ আক্রান্তদের মাঝে তাহারা নিরাপদ পানি সরবরাহ করিতে পারেন এবং এই ধরণের পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত আছে কিনা তাহা পরিবীক্ষণ করা;

(৬) দুর্যোগকালে ব্যবহার করিবার মত প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী ঔষধ ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ আছে কিনা তাহা পর্যালোচনা করা;

(৭) দুর্যোগকালে যেসকল জরুরি কাজ করণীয় তাহার চেকলিস্ট প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবল প্রস্তুত আছে কিনা তাহা নিশ্চিত হওয়া; এবং

(৮) উৎপাদনশীল খামারসমূহের জন্য দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

(গ) দুর্যোগ পর্যায় জরুরি সাড়াদান বিষয়ক:

(১) প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করিয়া জরুরি উদ্ধার কার্য পরিচালনা করা এবং জেলা কমিটির নির্দেশনা অনুসারে উদ্ধার কার্যক্রমে অন্যান্যদের সহযোগিতা করা;

(২) প্রশিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী, যুবসম্প্রদায়, ক্লাব সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীগণের সহযোগিতায় স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তি প্রস্তুত করা এবং বিভিন্ন পানিবাহিত রাগবালাই বা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হইবার পূর্বেই ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মাঝে জরুরি ভিত্তিতে উক্ত উপকরণ বিতরণ করা;

(৩) ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা এবং ত্রাণ বিতরণে সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা;

(৪) দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজব হইতে জনগণ যেন ভিতসন্ত্রস্ত না হইয়া পড়ে তজ্জন্য জনসাধারণকে যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা;

(৫) দুর্যোগকালে নিয়োজিত ত্রাণ কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৬) দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৭) দুর্যোগকালীন সময়ে মৃত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করা, ডেথ সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা ও অভিভাবকের নিকট লাশ হস্তান্তর করা এবং লাশের দাবীদার না পাওয়া গেলে লাশ দাফন বা সৎকারের ব্যবস্থা করা; এবং

(৮) জনগণকে তাহাদের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি, যেমন গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, কেরোসিন তৈল, মোমবাতি, দিয়াশলাই জ্বালানী সামগ্রী, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল, ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করিতে সহযোগিতা প্রদান করা;

(গ) দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায় জরুরি সাড়াদান বিষয়ক:

(১) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের চাহিদা ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে দুর্যোগের ফলে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহে উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;

(২) পুনর্বাসন কাজের জন্য স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কিংবা অধিদপ্তর বা অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ অধিদপ্তর ও উপজেলা কমিটির নির্দেশনা অনুসারে বিতরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৩) ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সহায়তা সামগ্রী প্রাপ্তির হিসাব উপজেলা কমিটি ও, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থার নিকট প্রেরণ করা;

(৪) দুর্যোগের কারণে জনগণ পুনরায় যাহাতে তাহদের পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে আসতে পারে তাহা নিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে দুর্যোগের পরে বিরোধপূর্ণ জমিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যাহাতে ফিরিতে কোন বাধার সৃষ্টি না হয় তাহা লক্ষ্য রাখা;

(৫) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটাইয়া উঠিতে বিশেষজ্ঞ ও সমাজের সচেতন ব্যক্তিদের সহযোগিতায় দুর্যোগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় মানসিক পরিসেবা প্রদান করা;

(৬) দুর্যোগের কারণে আহত ব্যক্তিরা যেন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থার নিকট হইতে যথাসময়ে যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্ত হয় তাহা নিশ্চিত করা এবং, প্রয়োজনে, উপজেলা কমিটি ও জেলা কমিটির সহযোগিতা যাচনা করা;

(৭) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী কাজের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করা;

(৮) আশ্রয়কেন্দ্রে রক্ষিত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী যাহাতে নিরাপদে পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা;

(৯) দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণপূর্বক স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসন (Rehabilitation) ও পুনঃসংস্কার (Reconstruction) কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(১০) উপরি-উক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও সরকার ও অধিদপ্তরের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ করা।

৪৪। **সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ গঠন**।—সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশনে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (City Corporation Disaster Response Coordination Group-CCDRCG)' গঠিত হইবে, যথা:—

(১) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (বিভাগীয় শহরের সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে);

(৩) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (ক্ষেত্রমত);

(৪) সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(৫) সংশ্লিষ্ট মহানগরের পুলিশ কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(৬) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(৭) সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(৮) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(৯) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(১০) নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(১১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(১২) সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা;

(১৩) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(১৪) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৪৫। সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় গ্রুপের কার্যক্রমে সহায়তা।—সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় গ্রুপ, উহার কার্যক্রমে সহায়তা এবং অধিকতর সমন্বিতভাবে সিটি করর্পোরেশন এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য, প্রয়োজনে, নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইবে এবং তদনুযায়ী উক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গ উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং উক্ত গ্রুপকে সহায়তা প্রদান করিবেন, যথা:—

(১) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(২) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(৪) বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন লিমিটেডের প্রতিনিধি;

(৫) জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;

(৬) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা; এবং

(৭) গ্যাস সরবরাহ বা বিতরণ কোম্পানির প্রতিনিধি।

৪৬। সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় গ্রুপের সভা, ইত্যাদি।—(১) সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় গ্রুপ দুর্যোগপূর্ব মুহূর্তে ও দুর্যোগ চলাকালে, প্রয়োজন মোতাবেক, উহার সভা আয়োজন করিবে।

(২) সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় গ্রুপ, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) বিধি ৪৪ ও ৪৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সিটি কর্পোরেশন এলাকার দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য সিটি করর্পোরেশন সমন্বয় গ্রুপ, প্রয়োজনে অন্য যে কোন কমিটির সদস্য, যে কোন কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং সে মোতাবেক উক্ত সদস্য, কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তি উহার সভায় অংশগ্রহণ করিবেন।

৪৭। জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ গঠন।—জেলাধীন দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য প্রত্যেক জেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি করিয়া 'জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (District Disaster Response Coordination Group-DDRCG)' গঠিত হইবে, যথাঃ—

(১) জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট;

(৩) সিভিল সার্জন;

(৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড;

(৬) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক;

(৭) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(৮) মেয়র, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা;

(৯) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;

(১০) জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;

(১১) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(১২) প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে);

(১৩) রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(১৪) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত, স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি;

(১৫) বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের জেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা; এবং

(১৬) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৪৮। জেলা সমন্বয় গ্রুপের সভা, ইত্যাদি।—(১) জেলা সমন্বয় গ্রুপ দুর্যোগ পূর্ব মুহূর্তে ও দুর্যোগ চলাকালে, প্রয়োজন মোতাবেক, উহার সভা আয়োজন করিবে।

(২) জেলা সমন্বয় গ্রুপ, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) জেলাধীন দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য জেলা সমন্বয় গ্রুপ, প্রয়োজনে অন্য যে কোন কমিটির সদস্য, যে কোন কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং সে মোতাবেক উক্ত সদস্য, কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তি উহার সভায় অংশগ্রহণ করিবেন।

৪৯। **উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ গঠন**।—উপজেলাধীন দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য প্রত্যেক উপজেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি করিয়া ‘উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (Upazila Disaster Response Coordination Group-UDRCG)’ গঠিত হইবে, যথা:—

(১) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কাউন্সিলর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৩) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা;

(৪) উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(৫) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;

(৬) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা;

(৭) উপ সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(৮) স্টেশন অফিসার, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স স্টেশন;

(৯) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার;

(১০) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক;

(১১) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(১২) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(১৩) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির উপজেলা প্রতিনিধি (যদি থাকে);

(১৪) প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে);

(১৫) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত, স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি; এবং

(১৬) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৫০। **উপজেলা সমন্বয় গ্রুপের সভা, ইত্যাদি**।—(১) উপজেলা সমন্বয় গ্রুপ দুর্যোগ পূর্ব মুহূর্তে ও দুর্যোগ চলাকালে, প্রয়োজন মোতাবেক, উহার সভা আয়োজন করিবে।

(২) উপজেলা সমন্বয় গ্রুপ, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) উপজেলাধীন দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য উপজেলা সমন্বয় গ্রুপ, প্রয়োজনে, অন্য যে কোন কমিটির সদস্য, যে কোন কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং সে মোতাবেক উক্ত সদস্য, কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তি উহার সভায় অংশগ্রহণ করিবেন।

৫১। **পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ গঠন**।—পৌরসভাধীন দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য প্রত্যেক পৌরসভায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (Pourashava Disaster Response Coordination Group-PDRCG)' গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(১) পৌরসভার মেয়র, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(৩) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(৪) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা;

(৫) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(৬) স্টেশন অফিসার, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স স্টেশন;

(৭) উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(৮) উপজেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে);

(৯) প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে);

(১০) পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত, স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি; এবং

(১১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিব, পৌরসভা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৫২। **পৌরসভা সমন্বয় গ্রুপের সভা, ইত্যাদি**।—(১) পৌরসভা সমন্বয় গ্রুপ দুর্যোগ পূর্ব মুহূর্তে ও দুর্যোগ চলাকালে, প্রয়োজন মোতাবেক, উহার সভা আয়োজন করিবে।

(২) পৌরসভা সমন্বয় গ্রুপ, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) পৌরসভাধীন দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য পৌরসভা সমন্বয় গ্রুপ, প্রয়োজনে, অন্য যে কোন কমিটির সদস্য, যে কোন কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং সে মোতাবেক উক্ত সদস্য, কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তি উহার সভায় অংশগ্রহণ করিবেন।

৫৩। **স্থানীয় পর্যায়ের সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপসমূহের দায়িত্ব ও কার্যাবলী**।—স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য, ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় গ্রুপ, জেলা সমন্বয় গ্রুপ, উপজেলা সমন্বয় গ্রুপ ও পৌরসভা সমন্বয় গ্রুপ নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদন করিবে, যথা ঃ—

(ক) স্থানীয় পর্যায়ে জরুরি দুর্যোগ কার্যক্রম পরিচালনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;

(খ) দুর্যোগ জরুরি অবস্থা সম্পর্কে অবহিতকরণ ও প্রয়োজন অনুসারে নির্দেশনার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা;

(গ) স্থানীয় ও জাতীয় সম্পদসমূহের (মানব, অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক) তালিকা সম্বলিত ডাইরেক্টরি প্রস্তুত করা;

(ঘ) সশস্ত্র বাহিনীর সহিত সমন্বয় করা (যদি তাহারা জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকে);

(ঙ) দুর্যোগ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা এবং দুর্যোগ সাড়াদান ও প্রাক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সক্রিয় রাখা;

(চ) দুর্যোগ সাড়াদানের জন্য জরুরি সাড়াদান দল ও সম্পদসমূহ প্রস্তুত রাখা এবং সম্পদ, সেবা ও জরুরি আশ্রয়স্থল চিহ্নিত করিয়া ব্যবহারযোগ্য রাখা;

(ছ) সম্পদ, সেবা, জরুরি আশ্রয়স্থল হিসাবে চিহ্নিত ভবন, যানবাহন বা অন্যান্য সুবিধাদি হুকুমদখলের প্রয়োজন হইলে জাতীয় সমন্বয় গ্রুপের অনুমোদনক্রমে জেলা প্রশাসককে উহা হুকুমদখলের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা;

(জ) সাড়াদান ও প্রাক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয় করা;

(ঝ) নগরভিত্তিক অনুসন্ধান ও উদ্ধার টাস্কফোর্সের কার্যক্রম তদারক করা;

(ঞ) পুনরুদ্ধার পর্যায়ের ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা;

(ট) ধ্বংসপ্রাপ্ত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা মেরামত ও সচল করিতে অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও মালামালের দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(ঠ) ত্রাণসামগ্রী, তহবিল ও পরিবহণ সংক্রান্ত অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও নির্দেশনা প্রদান করা;

(ড) যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অত্যাবশ্যক সেবা প্রদান বিষয়ক দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সম্পৃক্তকরণসহ অতিরিক্ত জনবল ও সম্পদ নিয়োজিতকরণে প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন করা;

(ঢ) দুর্যোগ জরুরি সময়ে তথ্য প্রবাহ সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(ণ) সতর্কবার্তার যথাযথ প্রচার নিশ্চিত করা; এবং

(ত) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহকে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ঝুঁকিহ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা।

৫৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সংগে সংগে, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর যতটুকু অংশ এই বিধিমালার বিষয়বস্তুর সহিত সম্পর্কিত, ততটুকু রহিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত রহিত বিধানের অধীনে কৃত কাজ-কর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

পরিশিষ্ট-১

[বিধি ১৭(খ) দ্রষ্টব্য]

(বাতাসের তীব্রতা ও গতির ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণি বিভাজন)

ক্রমিক নং	ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণি	বাতাসের গতিবেগ
(১)	(২)	(৩)
(১)	নিম্নচাপ	বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৫০ কিঃমিঃ (ঘন্টায় ৩১ মাইল)
(২)	গভীর নিম্নচাপ	বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৫১ হইতে ৬১ কিঃমিঃ (ঘন্টায় ৩২ হইতে ৩৮ মাইল)
(৩)	ঘূর্ণিঝড়	বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৬২ হইতে ৮৮ কিঃমিঃ (ঘন্টায় ৩৯ হইতে ৫৪ মাইল)
(৪)	প্রবল ঘূর্ণিঝড়	বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৮৯ হইতে ১১৭ কিঃমিঃ (ঘন্টায় ৫৫ হইতে ৭৩ মাইল)
(৫)	হারিকেনের তীব্রতা সম্পন্ন প্রবল ঘূর্ণিঝড়	বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১১৮ হইতে ১৭০ কিঃমিঃ (ঘন্টায় ৭৪ হইতে ১০৫ মাইল)
(৬)	সুপার সাইক্লোন	বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১৭১ কিঃমিঃ এর অধিক (ঘন্টায় ১০৬ মাইলের অধিক)

(ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা ও হুঁশিয়ারি সঙ্কেত)

(ক) সমুদ্রবন্দরের জন্য ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা ও হুঁশিয়ারী সঙ্কেত ঃ

ক্রমিক নং	সংকেত নম্বর	অর্থ
(১)	(২)	(৩)
(১)	দূরবর্তী হুঁশিয়ারী সঙ্কেত নং ১	দূর সমুদ্রে অল্পকাল স্থায়ী প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া বহিতেছে, যাহা ঝড়ে পরিণত হইতে পারে।
(২)	দূরবর্তী হুঁশিয়ারী সঙ্কেত নং ২	দূর সমুদ্রে ঝড় সৃষ্টি হইয়াছে।
(৩)	দূরবর্তী হুঁশিয়ারী সঙ্কেত নং ৩	বন্দর দমকা হাওয়ার সম্মুখীন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।
(৪)	দূরবর্তী হুঁশিয়ারী সঙ্কেত নং ৪	বন্দরে ঝড় আঘাত হানিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তবে অত্যধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের যৌক্তিকতার পক্ষে বিপদ এখনো তেমন যথেষ্ট বড় বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।
(৫)	বিপদ সঙ্কেত নং ৫	ছোট বা মাঝারি তীব্রতাসম্পন্ন ঝড়ের কারণে বন্দরে তীব্র আবহাওয়া বিরাজ করিবে। এই ঝড় চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের ক্ষেত্রে বন্দরের পূর্ব উপকূল ভাগ দিয়া অতিক্রম করিবে বলিয়া ধারণা করা যায়।
(৬)	বিপদ সঙ্কেত নং ৬	ছোট বা মাঝারি তীব্রতাসম্পন্ন ঝড়ের কারণে বন্দরে তীব্র আবহাওয়া বিরাজ করিবে। এই ঝড় চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের ক্ষেত্রে বন্দরের উত্তর উপকূল ভাগ দিয়া এবং মংলার ক্ষেত্রে বন্দরের পশ্চিম উপকূল ভাগ দিয়া অতিক্রম করিবে বলিয়া ধারণা করা যায়।

(১)	(২)	(৩)
(৭)	বিপদ সঙ্কেত নং ৭	বন্দরের উপর বা নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে বলিয়া প্রত্যাশিত ছোট বা মাঝারি তীব্রতাসম্পন্ন ঝড়ের কারণে বন্দরে তীব্র ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করিবে।
(৮)	মহাবিপদ সঙ্কেত নং ৮	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের ক্ষেত্রে বন্দরের দক্ষিণ উপকূলভাগ দিয়া এবং মংলার ক্ষেত্রে পূর্ব উপকূল ভাগ দিয়া অতিক্রম করিবে বলিয়া প্রত্যাশিত প্রবল তীব্রতাসম্পন্ন ঝড়ের কারণে বন্দরে তীব্র ঝড়ো হাওয়া বিরাজ করিবে।
(৯)	মহাবিপদ সঙ্কেত নং ৯	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের ক্ষেত্রে বন্দরের উত্তর উপকূলভাগ দিয়া এবং মংলার ক্ষেত্রে পশ্চিম উপকূল ভাগ দিয়া অতিক্রম করিবে বলিয়া প্রত্যাশিত প্রবল তীব্রতাসম্পন্ন ঝড়ের কারণে বন্দরে তীব্র ঝড়ো হাওয়া বিরাজ করিবে।
(১০)	মহাবিপদ সঙ্কেত নং ১০	বন্দরের উপর অথবা নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে বলিয়া প্রত্যাশিত প্রবল তীব্রতাসম্পন্ন ঝড়ের কারণে বন্দরে তীব্র ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করিবে।
(১১)	যোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থতা নং ১১	আবহাওয়া হুঁশিয়ারী কেন্দ্রের সহিত সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় স্থানীয় কর্মকর্তাদের মনে করিতে হইবে যে, প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানিতে যাইতেছে।

(খ) নদী বন্দরের জন্য ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা ও হুঁশিয়ারী সঙ্কেত ঃ

ক্রমিক নং	সংকেত নম্বর	অর্থ
(১)	(২)	(৩)
(১)	সতর্কতা সঙ্কেত নং ১	এলাকার উপর দিয়া অস্থায়ী দমকা হাওয়া প্রবাহিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।
(২)	হুঁশিয়ারী সঙ্কেত নং ২	এলাকার উপর ঝড় আঘাত হানিতে পারে। ৬৫ ফুট ও তাহার কম লম্বা নৌযানকে অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইতে হইবে।
(৩)	বিপদ সঙ্কেত নং ৩	এলাকায় ঝড় আঘাত হানিবে। সকল নৌযানকে অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইতে হইবে।
(৪)	মহাবিপদ সঙ্কেত নং ৪	এলাকায় শীঘ্রই প্রচন্ড ঝড় আঘাত হানিবে। সকল নৌযানকে অনতিবিলম্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইতে হইবে।

পরিশিষ্ট-২

[বিধি ১৭(খ) দ্রষ্টব্য]

(ঘূর্ণিঝড় সতর্কতা ও হুঁশিয়ারীকরণ পতাকা উত্তোলন)

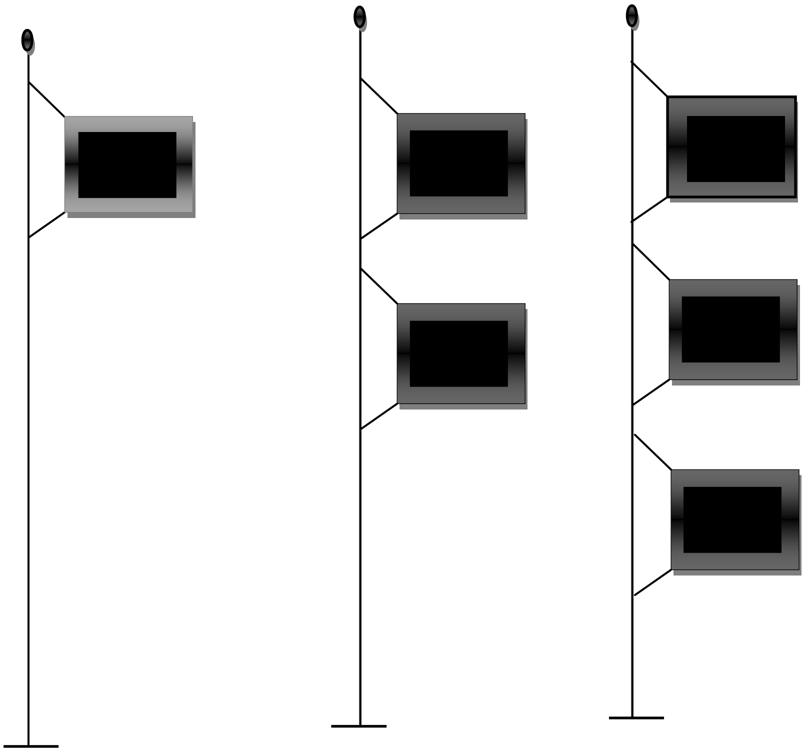

সঙ্কেত নম্বর ১-৩ সঙ্কেত নম্বর ৪-৭ সঙ্কেত নম্বর ৮-১১

পরিশিষ্ট-৩

(বিধি ৩০(ঘ)(১) ও ৩৬(ঘ)(১) দ্রষ্টব্য)

এসওএস ফরম

দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা

(দুর্যোগ আরম্ভ হইবার পর প্রাথমিক প্রতিবেদন হিসেবে উপরি-উক্ত তথ্য যতদ্রুত সম্ভব টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল বা ওয়্যারলেস যোগে, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।)

সিটি কর্পোরেশন/উপজেলার নাম ঃ --

জেলার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ --

(১) দুর্যোগ কবলিত ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের (সংখ্যা) ঃ------------------------------

(২) দুর্যোগ কবলিত ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের নাম ঃ------------------------------

(৩) দুর্গত মানুষের সংখ্যা (আনুমানিক) ঃ------------------------------

(৪) বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘর (আনুমানিক)

(ক) আংশিক ঃ-------------------------------

(খ) সম্পূর্ণ ঃ-------------------------------

(৫) মৃত্যু (আনুমানিক) ঃ-------------------------------

(৬) নিখোঁজ ব্যক্তি ঃ-------------------------------

(৭) অনুসন্ধান/উদ্ধার ঃ প্রয়োজন/প্রয়োজন নাই

(৮) (ক) চিকিৎসা সেবা ঃ প্রয়োজন/প্রয়োজন নাই

(খ) চিকিৎসা সেবার ধরন ঃ-------------------------------

(৯) পানীয় জল ঃ প্রয়োজন/প্রয়োজন নাই

(১০) তৈরী খাদ্য ঃ প্রয়োজন/প্রয়োজন নাই

(১১) (ক) পোশাক ঃ প্রয়োজন/প্রয়োজন নাই

(খ) পোশাকের ধরণ ঃ---------------------------------

(১২) জরুরি আশ্রয় ঃ প্রয়োজন/প্রয়োজন নাই

(১৩) অন্য কোন জরুরি উপকরণ/দ্রব্যাদি ঃ----------------------------------

পরিশিষ্ট-৪

(বিধি ৩০(ঘ)(২) ও ৩৬(ঘ)(২) দ্রষ্টব্য)

লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম

(সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড/পৌরসভা ওয়ার্ড/ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড হইতে, সংশ্লিষ্ট উৎস ও বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে, তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফরমটি পূরণ করবেন এবং উহা সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতির মাধ্যমে, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।)

১		২		৩					
উপজেলা/পৌরসভার নাম		মোট ইউনিয়ন/পৌরওয়ার্ড (সংখ্যা)		মোট এলাকা (বর্গ কি.মি.)					
				শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	চরাঞ্চল	পাহাড়ী অঞ্চল	হাওড়/বিল অঞ্চল	মোট
ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা/ পৌরসভার নাম ও দুর্যোগের ধরন		ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন/পৌরওয়ার্ড (নাম/ পৌরওয়ার্ড নং)		ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা (বর্গ কি.মি)					
নাম	দুর্যোগের ধরন	ইউনিয়নের নাম/ পৌরওয়ার্ড নম্বর	মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ইউনিয়ন পৌরওয়ার্ড (√ দিন)	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	চরাঞ্চল	পাহাড়ী অঞ্চল	হাওড়/বিল অঞ্চল	মোট
		*							

(প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন/ পৌরওয়ার্ড ও নম্বরের জন্য তারকা (*) চিহ্নিত সারির সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধি করা যাইবে)

৪																				৫			
মোট জনসংখ্যা (সংখ্যা)																				প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সংখ্যা)			
নারী					পুরুষ					শিশু					সর্বমোট					নারী	পুরুষ	শিশু	মোট
ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা (সংখ্যা)																				ক্ষতিগ্রস্ত মোট প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সংখ্যা)			
নারী					পুরুষ					শিশু					সর্বমোট								
মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	মোট	মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	মোট	মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	মোট	মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	সর্বমোট	নারী	পুরুষ	শিশু	মোট

৬			৭												৮			
মোট খানা (সংখ্যা)			মোট বাড়ি (সংখ্যা)												মোট দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র (সংখ্যা) (যদি থাকে)			
			পাকা				আধাপাকা				কাঁচা				সরকারি	বেসরকারি	আশ্রয়যোগ্য নিরাপদ অবকাঠামো	
ক্ষতিগ্রস্ত মোট খানা (সংখ্যা)			ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি (সংখ্যা) এবং আনুমানিক প্রতিটি বাড়ির নির্মাণ/মেরামত ব্যয়												দুর্যোগ আক্রান্ত আশ্রয়গ্রহণকারী ব্যক্তি (সংখ্যা)			
সম্পূর্ণ	আংশিক	মোট	পাকা				আধাপাকা				কাঁচা				সরকারি ও বেসরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে	নিজ বাড়িতে	উঁচু সড়ক ও বাঁধে	অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে
			সম্পূর্ণ	গড় নির্মাণ ব্যয়	আংশিক	গড় মেরামত ব্যয়	সম্পূর্ণ	গড় নির্মাণ ব্যয়	আংশিক	গড় মেরামত ব্যয়	সম্পূর্ণ	গড় নির্মাণ ব্যয়	আংশিক	গড় মেরামত ব্যয়				

৯						১০						১১						১২						১৩		
ভেড়া ও ছাগল (সংখ্যা)						গরু ও মহিষ (সংখ্যা)						হাঁস ও মুরগি (সংখ্যা)						মোট শস্যক্ষেত/বীজতলা (হেক্টর)						অন্যান্য খামার (হ্যাচারি, মৎস্য, চিংড়ি, ইত্যাদি) (হেক্টর)		
ভেড়া			ছাগল			গরু			মহিষ			হাঁস			মুরগি			শস্যক্ষেত			বীজতলা					
মৃত ও ভেসে যাওয়া ভেড়া ও ছাগল (সংখ্যা)						মৃত ও ভেসে যাওয়া গরু ও মহিষ (সংখ্যা)						মৃত ও ভেসে যাওয়া হাঁস ও মুরগি (সংখ্যা)						সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত			আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত			ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য খামার (হ্যাচারি, মৎস্য, চিংড়িঘের, মৎস্য বিচরণ এলাকা) (হেক্টর)		
ভেড়া			ছাগল			গরু			মহিষ			হাঁস			মুরগি											
সংখ্যা	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর	হেক্টর প্রতি গড়মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর	হেক্টর প্রতি গড়মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর	হেক্টর প্রতি গড়মূল্য	মোট মূল্য

১৪				১৫				১৬															
মোট বিদ্যুৎ লাইন (কি.মি.)				মোবাইল ফোন টাওয়ার (সংখ্যা)				ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান															
								মসজিদ				মন্দির				গীর্জা				প্যাগোডা			
ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ লাইন (কি.মি.)				ক্ষতিগ্রস্ত মোবাইল ফোন টাওয়ার (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)															
								মসজিদ				মন্দির				গীর্জা				প্যাগোডা			
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য

১৭																১৮							
মোট সড়কপথ (কি.মি.)																ব্রিজ কালভার্ট (সংখ্যা)							
পাকা সড়ক				ইট/খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক				কাঁচা সড়ক				মোট সড়কপথ				ব্রিজ				কালভার্ট			
ক্ষতিগ্রস্ত সড়কপথ (কি.মি.)																ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজ (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত কালভার্ট (সংখ্যা)			
পাকা সড়ক				ইট/খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক				কাঁচা সড়ক				মোট ক্ষতিগ্রস্ত সড়কপথ				সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক									
প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য

১৯																২০											
বাঁধ (কি.মি.)																মোট বনাঞ্চল/বনায়ন/নার্সারি এলাকা (হেক্টর)											
নদী				উপকূল				হাওর				অন্যান্য				বনাঞ্চল				বনায়ন				নার্সারি			
ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ (কি.মি.)																ক্ষতিগ্রস্ত বনাঞ্চল/বনায়ন/নার্সারি এলাকা (হেক্টর)											
নদী				উপকূল				হাওর				অন্যান্য				বনাঞ্চল				বনায়ন				নার্সারি			
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড়ক্ষতি	মোট ক্ষতি	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড়মূল্য	মোট মূল্য

<table>
<tr><td colspan="20">২১</td><td colspan="8">২২</td></tr>
<tr><td colspan="20">মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)</td><td colspan="8">কৃষি ও অকৃষি ভিত্তিক শিল্প (সংখ্যা)</td></tr>
<tr><td colspan="4">প্রাথমিক বিদ্যালয়</td><td colspan="4">উচ্চ বিদ্যালয়</td><td colspan="4">কলেজ</td><td colspan="4">মাদ্রাসা</td><td colspan="4">অন্যান্য কমিউনিটি স্কুল</td><td colspan="4">কৃষিভিত্তিক</td><td colspan="4">অকৃষি ভিত্তিক</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="20">ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)</td><td colspan="8">কৃষি ও অকৃষি ভিত্তিক শিল্প (সংখ্যা)</td></tr>
<tr><td colspan="4">প্রাথমিক বিদ্যালয়</td><td colspan="4">উচ্চ বিদ্যালয়</td><td colspan="4">কলেজ</td><td colspan="4">মাদ্রাসা</td><td colspan="4">অন্যান্য কমিউনিটি স্কুল</td><td colspan="4">কৃষি ভিত্তিক</td><td colspan="4">অকৃষি ভিত্তিক</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td></tr>
<tr><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="12">২৩</td><td colspan="4">২৪</td><td colspan="6">২৫</td></tr>
<tr><td colspan="12">মোট নলকূপ (সংখ্যা)</td><td colspan="4" rowspan="2">স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (সংখ্যা)</td><td colspan="6">মোট জলাধার (সংখ্যা)</td></tr>
<tr><td colspan="4">গভীর</td><td colspan="4">অগভীর</td><td colspan="4">হস্তচালিত</td><td colspan="2">পুকুর</td><td colspan="2">জলাশয়</td><td colspan="2">অন্যান্য (যদি থাকে)</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="12">ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ</td><td colspan="4" rowspan="2">ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (সংখ্যা)</td><td colspan="6" rowspan="2">ক্ষতিগ্রস্ত জলাধার (সংখ্যা)</td></tr>
<tr><td colspan="4">গভীর</td><td colspan="4">অগভীর</td><td colspan="4">হস্তচালিত</td></tr>
<tr><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">পুকুর</td><td colspan="2">জলাধার</td><td colspan="2">অন্যান্য (যদি থাকে)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>প্রতিটির গড়মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>সংস্কারে প্রতিটির গড়ব্যয়</td><td>মোট ব্যয়</td><td>সংস্কারে প্রতিটির গড়ব্যয়</td><td>মোট ব্যয়</td><td>সংস্কারে প্রতিটির গড়ব্যয়</td><td>মোট ব্যয়</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

২৬												২৭											
স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (সংখ্যা)												মৎস্য আহরণ উপকরণ (সংখ্যা)											
হাসপাতাল				ক্লিনিক				কমিউনিটি ক্লিনিক				নৌকা				ট্রলার				জাল			
ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (সংখ্যা)												ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য আহরণ উপকরণ (সংখ্যা)											
হাসপাতাল				ক্লিনিক				কমিউনিটি ক্লিনিক				নৌকা				ট্রলার				জাল			
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড়মূল্য	মোট মূল্য

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ মিজানুর রহমান
যুগ্ম-সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd